গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেম সরকার
পরিকল্পনা মন্তণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩

সেক্টর সংশ্লিষ্ট গবেষণা

বিষয়: এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ক) গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা; খ) গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত অবস্থান এবং গ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে 'টাইম ওভাররান' এবং 'কস্ট ওভাররান' এর প্রভাব

সুপারভাইজার: জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এনডিসি
মহাপরিচালক, সেক্টর-৩

গবেষক: মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন
পরিচালক (যুগ্মসচিব), সেক্টর-৩

সহ-গবেষক: মোঃ আজগর আলী
সহকারী পরিচালক, সেক্টর-৩

জুন ২০২৪

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms & Abbreviations)	vi
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	vii
প্রথম অধ্যায়	**এলজিইডি'র পরিচিতি**	
১.১	ভূমিকা	০১
১.২	উদ্দেশ্য	০১
১.৩	এলজিইডি পরিচিতি	০১
১.৪	এলজিইডি'র কার্যপরিধি	০২
১.৫	এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য	০২
১.৬	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	০৩
১.৭	এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম	০৩
১.৭.১	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	০৩
১.৭.২	নগর উন্নয়ন সেক্টর	০৩
১.৭.৩	পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	০৩
১.৮	বিগত ০৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন	০৪
১.৮.১	গ্রামীণ অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	০৪
১.৮.২	নগর অবকাঠামো নির্মাণ	০৪
১.৮.৩	অন্যান্য কর্মকান্ড/ নির্মাণ	০৪
১.৯	প্রকিউরমেন্ট ইউনিট	০৫
১.৯.১	কার্যাবলী	০৫
১.৯.২	ই-জিপি বাস্তবায়ন	০৫
১.১০	ডিজাইন ইউনিট	০৫
১.১০.১	সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ	০৫
১.১১	ডিজিটাল সার্ভিসেস	০৫
১.১২	মান নিয়ন্ত্রণ	০৬
১.১২.১	টেস্টসমূহ	০৬
১.১২.২	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি	০৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)**	
২.১	কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি	০৭
২.২	লিটারেচার রিভিউ	০৭
২.৩	তথ্য সংগ্রহ	০৭
২.৪	মূখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)	০৭
২.৫	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)	০৭
২.৬	স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) অভিমত পর্যবেক্ষণ	০৭
২.৭	তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন	০৭

২.৮	পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	০৮
২.৯	কর্মশালা	০৮
তৃতীয় অধ্যায়	**প্রাপ্ত ফলাফল**	
৩.১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর অনুকূলে বরাদ্দ পর্যালোচনা	০৯
৩.১.১	অর্থবছর অনুযায়ী দেশের আরএডিপি'র সাথে এলজিইডির প্রাপ্ত বরাদ্দ তুলনা	০৯
৩.২	এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বিগত ৫ বছরে অর্থবছরওয়ারি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি পর্যালোচনা	০৯
৩.৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে গড় অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র	১০
৩.৪	বিগত ৫ বছরের (২১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত) আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ	১০
৩.৪.১	বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়	১০
৩.৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিসংখ্যান	১১
৩.৫.১	বিগত ৫ বছরের এলজিইডি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা	১১
৩.৬	প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের মূল ও সংশোধিত মেয়াদকাল এবং মূল ও সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ	১২
৩.৬.১	অর্থবছর: ২০১৭-২০১৮ (প্রকল্প সংখ্যা ৩৪টি)	১২
৩.৭	অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩০টি)	১৫
৩.৮	অর্থবছর: ২০১৯-২০২০ (প্রকল্প সংখ্যা: ৯টি)	১৮
৩.৯	অর্থবছর: ২০২০-২০২১ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩০টি)	১৯
৩.১০	অর্থবছর: ২০২১-২০২২ (প্রকল্প সংখ্যা: ১৪টি)	২২
৩.১১	সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ	২৩
৩.১১.১	মেয়াদ বৃদ্ধির হার	২৩
৩.১১.২	ব্যয় বৃদ্ধির হার	২৪
৩.১১.৩	প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির সার্বিক বিশ্লেষণ	২৫
৩.১২	FGD এবং KII হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	২৫
৩.১৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণসমূহ	২৫
৩.১৪	মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব	২৬
৩.১৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ	২৬
৩.১৬	ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব	২৭
৩.১৭	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের সংশোধনের কারণসমূহ	২৭
৩.১৮	সংশোধনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব	২৮
৩.১৯	বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম	২৮
৩.১৯.১	গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রম	২৮
৩.১৯.১.১	গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের প্রভাব	২৯
৩.১৯.২	গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রম	২৯
৩.১৯.২.১	গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের প্রভাব	২৯
৩.১৯.৩	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রম	৩০
৩.১৯.৩.১	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পসমূহের প্রভাব	৩০
৩.২০	এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোর ছবি	৩১-৩৫

চতুর্থ অধ্যায়	**SWOT Analysis**	
৪.০	এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের SWOT বিশ্লেষণ	৩৬
৪.১	Strengths/ সবল দিকসমূহ	৩৬
৪.২	Weaknesses/ দূর্বল দিকসমূহ	৩৬
৪.৩	Oppurtunities/ সুযোগসমূহ	৩৭
৪.৫	Threats/ হুমকিসমূহ	৩৭
পঞ্চম অধ্যায়	**সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	
৫.০	এ গবেষণা প্রতিবেদনের বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ:	৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সুপারিশ ও উপসংহার**	
৬.০	সুপারিশ ও উপসংহার	৪০
৬.১	সুপারিশ	৪০
৬.২	উপসংহার	৪১

সারণির তালিকা

সারণি ৩.১: অর্থবছর অনুযায়ী আরএডিপি'র তথ্য
সারণি ৩.২: অর্থবছরওয়ারি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি
সারণি ৩.৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় অগ্রগতি ও জাতীয় গড় অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র
সারণি ৩.৪: বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়
সারণি ৩.৫: ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিসংখ্যান
সারণি ৩.৬: অর্থবছর: ২০১৭-২০১৮ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩৪টি)
সারণি ৩.৭: অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩০টি)
সারণি ৩.৮: অর্থবছর: ২০১৯-২০২০ (প্রকল্প সংখ্যা: ০৯টি)
সারণি ৩.৯: অর্থবছর: ২০২০-২০২১ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩০টি)
সারণি ৩.১০: অর্থবছর: ২০২১-২০২২ (প্রকল্প সংখ্যা: ১৪টি)
সারণি ৩.১১: প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির হার
সারণি ৩.১২: প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির হার

চিত্রের তালিকা

চিত্র ৩-১: আরএডিপি'র মোট বরাদ্দের বিপরীতে এলজিইডি'র বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা

চিত্র ৩-২: জাতীয় গড় অগ্রগতির হারের বিপরীতে এলজিইডি'র অগ্রগতির তুলনামূলক পর্যালোচনা

চিত্র ৩-৩: বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা

চিত্র ৩-৪: বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তুলনা

চিত্র ৩-৫: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ৩৪টি প্রকল্পের তুলনা

চিত্র ৩-৬: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৩০টি প্রকল্পের তুলনা

চিত্র ৩-৭: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৯টি প্রকল্পের তুলনা

চিত্র ৩-৮: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৩০টি প্রকল্পের তুলনা

চিত্র ৩-৯: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৪টি প্রকল্পের তুলনা

চিত্র ৩-১০: বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির তুলনা

চিত্র ৩-১১: বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির তুলনা

চিত্র ৩-১২: আইএমইডি'র টিম কর্তৃক এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সাক্ষাৎকার গ্রহণ

চিত্র ৩-১৩: গবেষণার বিষয়ে আইএমইডি'র টিম কর্তৃক এলজিইডি'র প্রকৌশলীবৃন্দের সাথে আলোচনা

চিত্র ৩-১৪: কিশোরগঞ্জ জেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরএন্ডএইচ সড়ক ও আরসিসি গার্ডার ব্রিজ।

চিত্র ৩-১৫: মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় নির্মিত ৭৫ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ।

চিত্র ৩-১৬: নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় পাইকান বাজার-কাটিয়াদী সড়কে নির্মিত ব্রিজ ও এ্যাপ্রোচ সড়ক।

চিত্র ৩-১৭: এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের আওতায় নির্মিত গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা বিটুমিনাস সড়ক

চিত্র ৩-১৮: গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় নির্মিত ইউনিব্লক গ্রামসড়ক।

চিত্র ৩-১৯: কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার হাওর এলাকায় নির্মিত সাবমার্জিবল সড়ক।

চিত্র ৩.২০: এলজিইডি'র ব্রিজ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গার্ডার ব্রিজ।

চিত্র ৩.২১: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যান্ডিং ঘাট ও টিনশেড বাজার।

চিত্র ৩.২২: এলজিইডি'র অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রোথ সেন্টার এবং হাট বাজার।

চিত্র ৩.২৩: জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং এইচবিবি রাস্তা।

চিত্র ৩.২৪: উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর জেলাধীন শিবচর উপজেলার সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম ।

চিত্র ৩.২৫: সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মন্দির, কবরস্থান এবং মসজিদের উন্নয়ন কাজ।

চিত্র ৩.২৬: এলজিইডি'র প্রকল্পের আওতায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতি লঞ্চঘাটে নির্মিত মধুমতি নদীতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প

সংক্ষিপ্ত শব্দরূপ ও শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms & Abbreviations)

ADB	:	Asian Development Bank
ADP	:	Annual Development Programme
BPPA		Bangladesh Public Procurement Authority
CBO	:	Community Based Organization
CIDA	:	Canadian International Development Agency
DANIDA	:	Danish International Development Agency
DFID	:	Department for International Development
DPEC	:	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	:	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	:	Electronic Government Procurement
GIS	:	Geographic Information System
GoB		Government of Bangladesh
ICT	:	Information and Communication Technology
IDA	:	International Development Association
IDB	:	Islamic Development Bank
IFAD	:	International Fund for Agricultural Development
JICA	:	Japan International Cooperation Agency
JFPR	:	Japan Fund for Poverty Reduction
LGD		Local Government Division
LGED	:	Local Government Engineering Department
LCS	:	Local Area Network
MIS	:	Management Information System
NEC		National Economic Council
PCR	:	Project Completion Report
PIC	:	Project Implementation Committee
PPA-2006		The Public Procurement Act-2006
PPR-2008	:	The Public Procurement Rules-2008
PSC	:	Project Steering Committee
RADP	:	Revised Annual Development Programme
SDG		Sustainable Development Goal
UNDP	:	United Nations Development Programme
USAID	:	United States Agency for International Development
WFP	:	World Food Programme

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর মূল্যায়ন করার পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ সূচক মোতাবেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম আইএমই বিভাগ করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আইএমই বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার, হাট বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, সাইক্লোন সেন্টার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার এবং আর্থ-সামাজিক আঙ্গিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নকে কেন্দ্র করে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (৫ বছর) সময়কালে এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে 'টাইম ওভাররান' এবং 'কস্ট ওভাররান' এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে সড়ক ও সংযোগ সেতু নির্মাণ করে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন সহজীকরণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, হাট-বাজার, সাইক্লোন সেল্টার ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে এলজিইডি কাজ করে চলছে। এ সকল গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি এলজিইডি নগর উন্নয়ন কার্যক্রম, সেচ/পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম, সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন করে থাকে।

এলজিইডি কর্তৃক গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য কোয়ালিটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ ডাটা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ বিশ্লেষণ, প্রাইমারি উৎস হিসেবে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার (KII) এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কর্মকর্তা/প্রকৌশলীর সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD) করা হয়েছে। পাশাপাশি সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট রিটার্ন ও প্রকাশনার উপর ভিত্তি করে এ গবেষণাকর্মটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া লিটারেচার রিভিউয়ে IMED কর্তৃক প্রকাশিত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিভিন্ন অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, এবং এলজিইডি থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা, প্রতিবেদন, গবেষণা পর্যালোচনা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাজেট এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় এ গবেষণায় সারাদেশে বিস্তৃমূল বেনিফিশিয়ারিদের সাথে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই।

IMED এর আওতায় করা এ গবেষণাটি এলজিইডি'র বিগত ৫ বছরের (২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত) বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ সময়কালে প্রতিটি অর্থবছরে এলজিইডি'র বরাদ্দ ছিল মোট আরএডিপি'র ৭.১৪% থেকে ১১.০৫% পর্যন্ত এবং অর্থবছরওয়ারি বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৪৪% থেকে ৯৯.৬০% পর্যন্ত। আর এলজিইডি'র অগ্রগতি প্রতি বছরেই জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশী। বিবেচ্য ৫ বছরে এলজিইডি'র মোট ১১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১১১টি এবং ৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প এবং মোট ১৬টি প্রকল্প বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট। সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০টি (১৭.০৯%) প্রকল্প মূল মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে, ২৭টি (২৩.০৮%) প্রকল্প ১-৩০%, ২৪টি (২০.৫১%) প্রকল্প ৩০-৬০%, ১৫টি (১২.৮২%) প্রকল্প ৬০-৯০%, ১৩টি (১১.১১%) প্রকল্প ৯০-১২০%, ৪টি (৩.৪২%) প্রকল্প ১২০-১৫০% এবং বাকী ১৪টি (১১.৯৭%) প্রকল্প ১৫০% এর উর্দ্ধে বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫২টি (৪৪.৪৪%) প্রকল্প মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২১টি (১৭.৯৫%) প্রকল্প ০-২০%, ১৩টি (১১.১১%) প্রকল্প ২০-৪০%, ৮টি (৬.৮৪%) প্রকল্প ৪০-৬০%, ৭টি (৫.৯৮%) প্রকল্প ৬০-৮০%, ৪টি (৩.৪২%) প্রকল্প ৮০-১০০% এবং বাকী ১২টি (১০.২৬%) প্রকল্প ১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিবেচ্য সময়ের বাস্তবায়িত প্রকল্পের উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কর্মকর্তা/প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, এমটিবিএফ এর অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ, নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে রেইট সিডিউল পরিবর্তনের প্রভাব, মাঝপথে প্রকল্পের অঙ্গ পরিবর্তন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ প্রদান না করা, বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন বা ডিজাইন সংশোধন প্রভৃতি কারণে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি হয়ে থাকে। প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ একটি অপরটির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয় বাড়তে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধিও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দাড়ায়। ঘটনা যাই হোক না কেন মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/ আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পেতে পারে। এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কানেক্টিভিটি সৃজন এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কৃষকসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য পণ্য ন্যায্য মূল্যে সহজে বাজারজাত করার সুবিধা পাচ্ছে, গ্রামীণ নারীরা ব্যবসায়ে সংযুক্ত হওয়ার সুবিধা পাচ্ছে। কানেক্টিভিটির জন্য শিক্ষার হার, নারী শিক্ষার হার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী অঞ্চলের এসব অবকাঠামো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের SWOT বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বড় সংস্থা হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় দপ্তর থাকা, পর্যাপ্ত বাজট প্রদানে সক্ষমতা, নিজস্ব শক্তিশালী ডিজাইন ইউনিট থাকা, স্থানীয় জনসমর্থন, জেলা পর্যায়ে নির্মাণ সামগ্রীর মান নির্ধারণের সুবিধা, দক্ষ প্রকৌশলী থাকা প্রভৃতি এর সক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে সংস্থাটির দুর্বলতা হিসেবে নির্ধারিত ব্যয় ও মেয়াদের বেশীর ভাগ প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া, ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ, অনেক ক্ষেত্রে ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়া, MTBF সিলিং এর অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ, চাহিদা মোতাবেক উপযুক্ত জনবলের স্বল্পতা, বিভিন্ন ইস্যুতে অঙ্গের পরিবর্তনের ফলে সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি বিষয়সমুহ চিহ্নিত হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যন্ত এলাকাতে শহরের সুবিধাদি পৌছানো, কৃষি ও অন্যান্য পণ্য সহজে বিপনন সুযোগ তৈরি, বেকারত্ব হ্রাস এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, নারী শিক্ষা এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন প্রভৃতি এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রির অনাকাঙ্খিত মূল্যবৃদ্ধি, অনেক ক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্ট এ অনভিজ্ঞ ঠিকাদারের অনুপ্রবেশ, পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে ব্রিজের এপ্রোচ নির্মাণে জটিলতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক ইস্যুতে অনাকাঙ্খিত স্থানীয় প্রভাব, বিশেষ সময়ে নির্মাণ সামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, আকস্মিক বন্যা/দুর্যোগ পরিস্থিতি তৈরি হওয়া প্রভৃতি বিষয় প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিবেচ্য ৫ বছরের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ প্রকল্পেরই মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, জমি অধিগ্রহণজণিত কারণে কাল ক্ষেপণ হয়েছে, অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল থাকায় মেয়াদ বেড়েছে, প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিবহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা না হওয়া, অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবর্তন, স্থানীয় দাবী, ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় এবং বাস্তবতার নিরিখে প্রকল্পের অঙ্গের ডিজাইন/প্রাক্কলন সংশোধন করতে হয়েছে, নদীর ক্যাটাগরি পরিবর্তনের ফলে ব্রিজের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে সে অনুযায়ী এপ্রোচে জায়গা না থাকায় ব্রিজ ব্যবহার উপযোগী হচ্ছে না, যথাসময়ে অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া প্রভৃতি ইস্যু এ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ হিসেবে এসেছে। এ সকল পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে যথাযথবাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথাযথ ভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, জমি অধিগ্রহণে পূর্বেই জেলা প্রশাসনের নিশ্চয়তা গ্রহণ, MTBF সিলিং বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণ, সাব-কন্ট্রাক কঠোরভাবে পরিহার পূর্বক এক্ষেত্রে বিধি-মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ, বাস্তবতা নিরিখে ডিজাইন এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, ব্রিজ নির্মাণের পূর্বেই এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব কিনা তা যাচাই প্রভৃতি সুপারিশ অনুসরণ করে প্রকল্প গ্রহণসহ নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করে নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রথম অধ্যায়

এলজিইডি পরিচিতি

১.১। ভূমিকা: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল কাজ হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পিসিআর এর ভিত্তিতে সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা, প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, একনেক (ECNEC), এনইসি (NEC), সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যগণের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন করা প্রভৃতি। এছাড়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের অভিঘাত মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। রুলস্ অব বিজনেস-১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুচ্ছেদ-৩২(C) অনুযায়ী এ সকল কার্যক্রম প্রতিপালন করা হয়। এর পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক (৩.৪) অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির নির্দেশনার আলোকে "সেক্টর সংশ্লিষ্ট গবেষণা" কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আইএমই বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর আওতায় গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদির তথ্য সম্বলিত একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ এর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভিত্তিতে গ্রামীণ জনপদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার, হাট বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, সাইক্লোন সেন্টার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার এবং আর্থ-সামাজিক আঙ্গিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নকে কেন্দ্র করে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি মূলত: যেসকল সেক্টরে স্থানীয় পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস, জনগণের দোরগোড়ায় সরকারের বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি কতটুকু অর্জিত হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.২। উদ্দেশ্য: এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (৫ বছর) সময়কালে এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ক) গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা; খ) গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত অবস্থান এবং গ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে 'টাইম ওভাররান' এবং 'কস্ট ওভাররান' এর প্রভাব এবং প্রতিকার নির্ণয় করা।

১.৩। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) পরিচিতি

গ্রামীণ জনপদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম মূলত: গত শতাব্দির ৬০ এর দশকের প্রারম্ভে শুরু হয়, যার মূল ভিত্তি ছিল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়ন মডেল, যা "কুমিল্লা মডেল" নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এ মডেলে প্রস্তাবিত ৪টি কর্মসূচী হচ্ছে-

(১) পল্লীপূর্ত কর্মসূচী (আরডব্লিউপি)
(২) থানা সেচ কর্মসূচী (টিআইপি)
(৩) থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) এবং
(৪) দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা (টিটিসিএ)।

এই ৪টি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল (ক) ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টিসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং (খ) পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ।

কুমিল্লা মডেলের অন্তর্গত এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন ছিল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মূলভিত্তি। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়, ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়, যা ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ওয়ার্কস উইং রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে এলজিইবিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নামকরণ করে বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়।

১.৪। এলজিইডি'র কার্যপরিধি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এলজিইডি'র কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য স্থানীয় পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস। একইসঙ্গে জনগণের গোরগোড়ায় সরকারেরর বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেয়া। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর ও পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং এসকল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সাথে এলজিইডি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যা এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এলজিইডি জন্মলগ্ন থেকেই গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র্য-বিলোপ ও ক্ষুধামুক্তি, সুস্বাস্থ্য, গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, টেকসই নগর ও জনপদ ইত্যাদি Sustainable Development Goals (SDG) এর অভীষ্টসমূহ অর্জনে এলজিইডি'র রয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ। তাছাড়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মসূচী বাস্তবায়নেও এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

দেশের প্রায় সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন এলজিইডি কাজ করছে। এলজিইডি ভূ-উপরিস্থ পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পানিসম্পদ সেক্টরের আওতায় বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দেশের খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ সেক্টরের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।জনবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো গড়ে তুলতে এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। জনবায়ু পরিবর্তন বিষয়সমূহ মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও, পরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা ও জেন্ডার সমতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে এলজিইডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১.৫। এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য

যেসকল উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন সহজীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) প্রকল্প এলাকার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা;

(গ) উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(ঘ) গ্রামীণ জনগণের জন্য হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবহন ব্যয় (Road Users Cost) ও সময় (Travel Time) সাশ্রয় করত: জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;

(ঙ) হাওড় সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা;

(চ) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, হাট-বাজার, সাইক্লোন শেল্টার ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে সেবা প্রদান;

(ছ) উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই, ডিজিটাল টফোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ও হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল যাচাই, মাটির নমুনা পরীক্ষা, বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি;

(জ) দেশের ৮টি বিভাগের ৮টি গ্রাম এবং ডেল্টাপ্ল্যান হটস্পট ও অর্থনৈতিক অঞ্চল সন্নিহত ১৫টি গ্রামে পাইলট গ্রাম নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি;

(ঝ) ভিশন ২০৪১ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের নিমিত্তে পল্লী অঞ্চলে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঞ্চার, কর্মসংস্থান তৈরির জন্য দেশের ৮৭২৩০টি গ্রাম উন্নয়নের একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি;

(ঞ) গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন এবং সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(ট) সড়ক, পানি নিষ্কাশন, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ, সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন; বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট নির্মাণ, কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন, উন্মুক্ত উদ্যান ও সবুজ এলাকা উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

১.৬। সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

এলজিইডি'র মোট জনবল রয়েছে ১৩৩৯৪ জন। এর মধ্যে সদর দপ্তরে ৩১৯জন, বিভাগ পর্যায়ে ১১০ জন, অঞ্চলে ৩০০ জন, জেলা পরিষদে প্রেষণে পার্বত্য জেলা ২০৪ জন, জেলা পর্যায়ে ২১৫৬ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে ১০,৩০৫ জন।

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.৭। এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম

১.৭.১ পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

- বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ
- ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ
- গ্রোথ-সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন
- সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ
- সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন
- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা
- বহুমুখী সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ

১.৭.২ নগর উন্নয়ন সেক্টর

- সড়ক, পানি নিষ্কাশন, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ
- সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট নির্মাণ
- কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন
- উন্মুক্ত উদ্যান ও সবুজ এলাকা উন্নয়ন
- পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

১.৭.৩ পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

- বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ
- খাল ও পুকুর খনন এবং পুনঃখনন
- রেগুলেটর নির্মাণ
- আত্মকর্মসংস্থানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

১.৮ বিগত ৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন

১.৮.১ গ্রামীণ অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	মোট
১	২	৩
১।	উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	২৯৫৪
২।	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	৫৯৮১
৩।	গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	১৮২৭১
৪।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (কি.মি.)	৭৫২৩৫
৫।	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৯৮৪৩৫
৬।	সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ (মিটার)	১৯৪২২
৭।	গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ (সংখ্যা)	১৫০
৮।	হাটবাজার উন্নয়ন (সংখ্যা)	৫৭৯
৯।	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৩৩৭
১০।	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	২৬৭
১১।	সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩০৫৮
১২।	বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার (সংখ্যা)	৩৭৬
১৩।	ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	৩৮৫

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.৮.২ নগর অবকাঠামো নির্মাণ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	মোট
১	২	৩
১।	সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন (কি.মি.)	৬৯২৯
২।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (কি.মি.)	১৫৩
৩।	সেতু/কালভার্ট (মিটার)	৯৩৬৬
৪।	ফুটপাত নির্মাণ (কি.মি.)	৪০২৬
৫।	ড্রেন নির্মাণ (কি.মি.)	৮১৯০
৬।	বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সংখ্যা)	৩০
৭।	মার্কেট নির্মাণ (সংখ্যা)	৬৪
৮।	কমিউনিটি লেট্রিন/ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (সংখ্যা)	৭৯৯

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.৮.৩ অন্যান্য কর্মকান্ড/নির্মাণ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ		মোট
১	২		৩
১।	বৃক্ষরোপণ (কি.মি.)		৭৩৫
২।	প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৬০৩
		জন	৯৬৩৩০
৩।	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী (উপকারভোগী)		৭৪০০০০
৪।	সামাজিক অবকাঠামো (মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ ইত্যাদি) নির্মাণ (সংখ্যা)		২৩০৫৮

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.৯। প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

১.৯.১ কার্যাবলী

- এলজিইডি'র আওতায় সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- BPPA এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করা
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কায়ক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদার ভিত্তিতে বহিঃসদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান
- এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.৯.২ ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুরু থেকেই ই-জিপি পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র ভূমিকা অগ্রগণ্য, বর্তমানে ই-জিপি'র আওতায় মোট ক্রয় সংখ্যার প্রায় ৩৭ শতাংশ দরপত্রই এলজিইডি'র। নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি পরামর্শ প্রদানসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে।

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.১০। ডিজাইন ইউনিট

১.১০.১ সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, ফ্লাইওভার, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল ভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পার্ক, ল্যান্ড স্কেপিং, স্লোপ প্রটেকশন, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ
- মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান
- এলজিইডি'র প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.১১। **ডিজিটাল সার্ভিসেস:** সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার, বিশ্বায়নের প্রভাব ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এলজিইডিও বিভিন্ন সেবায় তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেবা নিম্নরূপ:

(ক) ফিল্ডওয়ার্ক ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম;

(খ) জিআইএস পোর্টাল;

(গ) ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম;

(ঘ) জিআইএস বেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে;

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.১২। **মান নিয়ন্ত্রণ:** গ্রামীণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এলজিইডি মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জেলা পর্যায়ে এলজিইডি'র ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধাদি রয়েছে। এসকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশন করার সুবিধা রয়েছে।

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

১.১২.১। **টেস্টসমূহ**

এলজিইডি'র ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

ক) ফাইনেনেস টেস্টসহ সিমেন্টের সকল টেস্ট
খ) কোর কাটিং এর মাধ্যমে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট
গ) মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
ঘ) স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিন স্যাম্পল
ঙ) এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
চ) রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
ছ) মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেস্ট
জ) মাটির কনসলিডেশন টেস্ট
ঝ) মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেস্ট
ঞ) কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি)
ট) স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেস্ট
ঠ) কংক্রিট মিক্স ডিজাইন ও কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট।

১.১২.২। **ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি**

এলজিইডি'র কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে যে সকল যন্ত্রপাতি রয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক) কংক্রিট মিনি মিক্সার মেশিন
খ) ইলেকট্রনিক ব্যালান্স
গ) ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
ঘ) লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন
ঙ) ল্যাবরেটরি ওভেন
চ) ভাইব্রেটিং রেমার
ছ) মর্টার মিক্সার মেশিন
জ) কোর ড্রিল মেশিন
ঝ) লোড ক্যালিব্রেশন ডিভাইস
ঞ) বিটুমিন এক্সট্রাক্টর মেশিন
ট) ফ্লাস ফায়ার টেস্টার

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

২.১। **কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি:** বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর-৩ এর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদির তথ্য সম্বলিত কার্যাদি সন্নিবেশ করে গবেষণামূলক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ ডাটা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উপর ভিত্তি করে অগ্রগতি সংক্রান্ত এ গবেষনায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও পন্থা (Methodology) অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাইমারি উৎস হিসেবে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট রিটার্ন ও প্রকাশনার উপর ভিত্তি করে এ গবেষণাকর্মটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২। **লিটারেচার রিভিউ:** এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ক) গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা; খ) গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত অবস্থান এবং গ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে 'টাইম ওভাররান' এবং 'কস্ট ওভাররান' এর প্রভাব শীর্ষক এ গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) কর্তৃক প্রকাশিত বিগত পাঁচ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিগত পাঁচ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত অর্থবছর ভিত্তিক বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের 'এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন' এবং সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা, প্রতিবেদন, ও পর্যালোচনা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিভাগের এ সম্পর্কিত প্রকাশনা, পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের অর্থবছর ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকাশনা থেকে তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 'এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়নে মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব' এ বিষয়ের উপর ইতোপূর্বে প্রকাশিত কোন লিটারেচার পাওয়া যায় নাই।

২.৩। **তথ্য সংগ্রহ:** নিয়ন্ত্রক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের, এবং আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভিন্ন ধরণের রিপোর্ট রিটার্ন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্মিত/নির্মাণাধীন কার্যক্রম উন্নয়ন ব্যয়, মূল্য নির্ধারণ, নীতি কাঠামো, আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৪। **মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII):** এ গবেষণার উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে বিগত ৫ বছরের (২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত) এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৫। **ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD):** বিগত ৫ বছরের (২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত) এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যায় বৃদ্ধি এবং মেয়াদ বৃদ্ধির তথ্য বিশ্লেষণ করে তা এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কর্মকর্তা/প্রকৌশলীর সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে।

২.৬। স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) অভিমত পর্যবেক্ষণ: বাজেট এবং সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে এ গবেষণায় মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই। অংশীজনের অভিমত জানার জন্য দেশের জনপ্রিয় ও অধিক প্রচলিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সমসাময়িক প্রকাশিত খবর, প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রকাশনা থেকে মূল্যবান অভিমত, বাস্তব পরিস্থিতি এবং স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া যায় যা এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

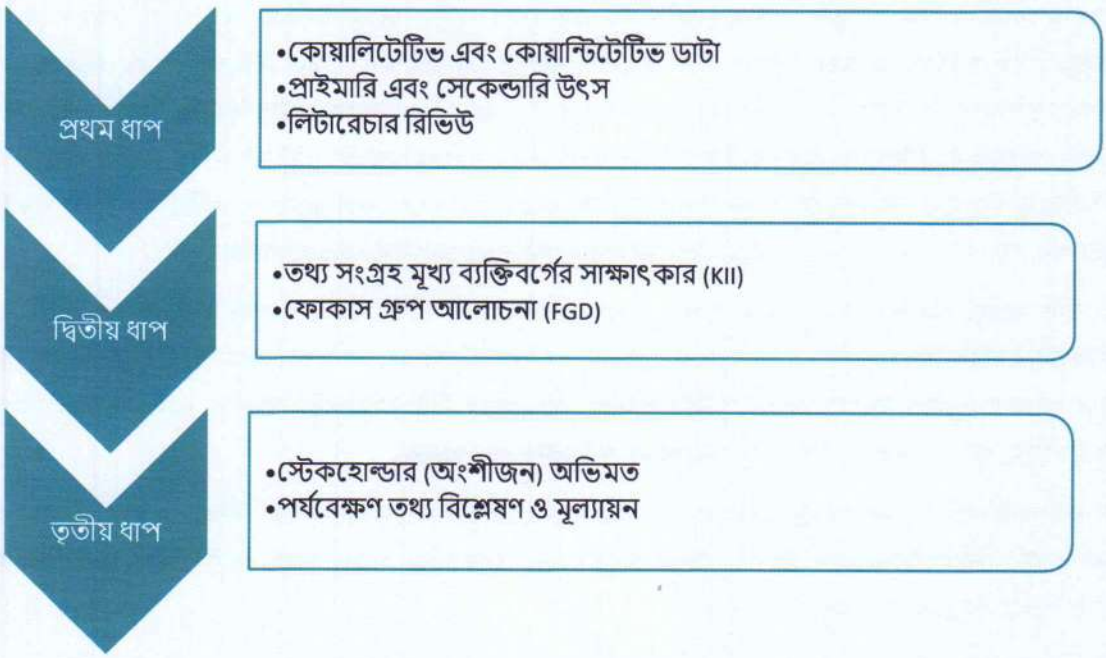
২.৭। **তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন:** উপযুক্ত পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণাত্মক কৌশল ব্যবহার করে সংগৃহীত ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণের (Quantitative Analysis) মধ্যে প্রবণতা (Trends), পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation) এবং পূর্বাভাসের (Forecasting) পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত থিম, প্যাটার্ন এবং অভিমতের গুণগত বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২.৮। **পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ:** প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অর্জিত ফলাফল এবং সুপারিশের সমন্বয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৯। **কর্মশালা:** এ প্রতিবেদনের প্রধান স্টেকহোল্ডার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা/প্রকৌশলী এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তগণের উপস্থিতিতে আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষে এ গবেষণার উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডি'র ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে কস্ট ওভাররান এবং টাইম ওভাররানের কারণ এবং এ বিষয়ে সুপারিশ সম্বলিত খসড়া গবেষণা পত্রটি উপস্থাপিত হয়। এর উপর এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য সিনিয়র প্রকৌশলী এবং আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে গবেষণা পত্রটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং অর্থপূর্ণ ফলাফল পেতে উপযুক্ত গবেষণা পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মক কৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.১০। **কর্মপদ্ধতি**



তৃতীয় অধ্যায়

প্রাপ্ত ফলাফল

৩.১ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর অনুকূলে বরাদ্দ পর্যালোচনা:

৩.১.১। অর্থবছর অনুযায়ী দেশের আরএডিপি'র সাথে এলজিইডি'র প্রাপ্ত বরাদ্দের তুলনা

সারণি ৩.১ অর্থবছর অনুযায়ী দেশের আরএডিপি'র সাথে এলজিইডি'র বরাদ্দের হার

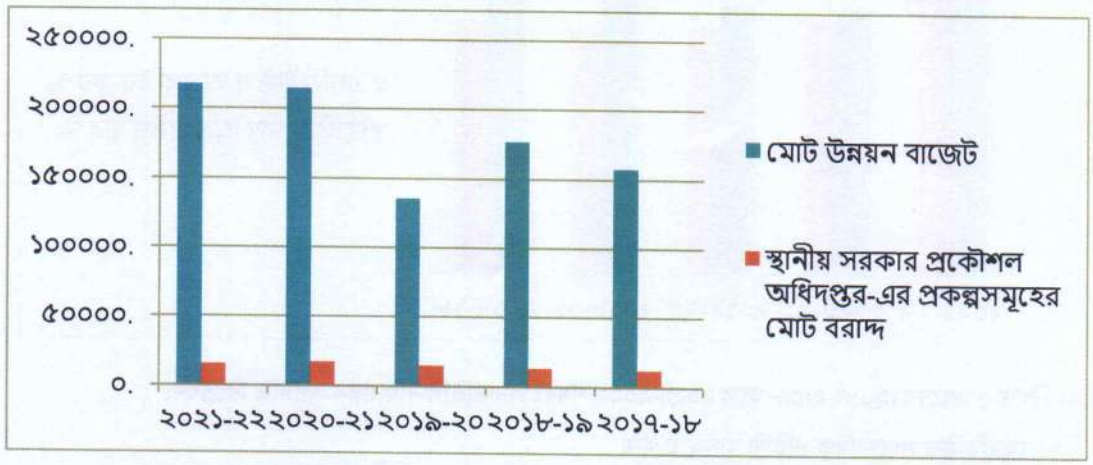
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	অর্থবছর	আরএডিপি'র মোট বরাদ্দ	এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দ	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
১।	২০২১-২০২২	২১৭১৭৫.৩৫	১৫৫১২.৬৫	৭.১৪%
২।	২০২০-২০২১	২১৪৬১১.০৯	১৭০০০.২২	৭.৯২%
৩।	২০১৯-২০২০	১৩৫৩৩৩.৫৬	১৪৯৫৭.৫৫	১১.০৫%
৪।	২০১৮-২০১৯	১৭৬৬১৯.৭১	১৩০৭৫.৫৭	৭.৪০%
৫।	২০১৭-২০১৮	১৫৭৫৯৪.৩৯	১১৮৭৯.৫৭	৭.৫৪%

(তথ্যসূত্র: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী)

৩.১.২। পর্যবেক্ষণ: এলজিইডি'র বিগত ৫ অর্থবছরের আরএডিপি'র মোট বরাদ্দ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতি অর্থবছরেই এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দ আরএডিপি'র ৭-৮% এর ভেতরে। শুধুমাত্র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মোট বরাদ্দ ছিল আরএডিপি'র ১১.০৫%, কোভিড-১৯ জনিত মহামারি পরিস্থিতির ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে কম ব্যয় হওয়ায় এলজিইডি'র হার বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাকি ৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সাথে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ বৃদ্ধির হার সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কার্যক্রমের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ ১৪.৩১% বৃদ্ধি পেলেও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তা কমে হয়েছে ১৩.০৫%।

চিত্র: ৩.১ আরএডিপি'র মোট বরাদ্দের বিপরীতে এলজিইডি'র বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনা।



৩.২। এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বিগত ৫ বছরের অর্থবছরওয়ারি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি পর্যালোচনা:

সারণি ৩.২ অর্থবছরওয়ারি বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	অর্থবর্ছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
					আর্থিক %	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	২০২১-২০২২	১১৮	১৫৫১২.৬৫	১৫০৭৭.৫৫	৯৭.১৯%	৯৮.৮৪%
২।	২০২০-২০২১	১২৮	১৭০০০.২২	১৪৮৬৫.৪৩	৮৭.৪৪%	৯৪.৮৩%
৩।	২০১৯-২০২০	১২৮	১৪৯৫৭.৫৫	১৩১৪৬.৭০	৮৭.৮৯%	৯৫.৩৮%
৪।	২০১৮-২০১৯	১৫২	১৩০৭৫.৫৭	১২৯৯৫.১৬	৯৯.৩৮%	৯৯.৫৯%
৫।	২০১৭-২০১৮	১৪৮	১১৮৭৯.৫৭	১১৮৩২.১৯	৯৯.৬০%	৯৯.৭৪%

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

৩.২.১। **পর্যবেক্ষণ:** এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বিগত ৫ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতি অর্থবছরেই এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে থাকা মোট বরাদ্দের অন্তত ৮৭.৪৪% ব্যয় হয়েছে। বিগত ৫ বছরে উন্নয়ন বাজেট যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ৫ বছরে এলজিইডি'র সার্বিক কার্যক্রম যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১.২৭%।

৩.৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

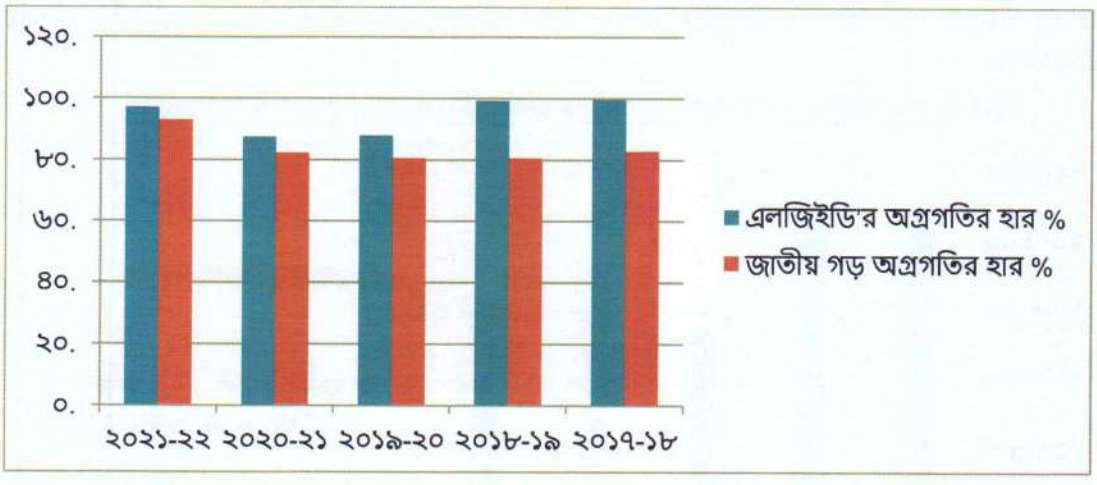
সারণি ৩.৩ এলজিইডি'র প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় অগ্রগতি ও জাতীয় গড় অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক	অর্থবছর	এলজিইডি'র অগ্রগতির হার %	জাতীয় গড় অগ্রগতির হার %
১	২	৩	৪
১.	২০২১-২০২২	৯৭.১৯	৯২.৮০
২.	২০২০-২০২১	৮৭.৪৪	৮২.২১
৩.	২০১৯-২০২০	৮৭.৮৯	৮০.৪৫
৪.	২০১৮-২০১৯	৯৯.৩৮	৮০.৪৫
৫.	২০১৭-২০১৮	৯৯.৬০	৮২.৭৩

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি)

৩.৩.১। **পর্যবেক্ষণ:** এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বিগত ৫ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতি অর্থবছরেই এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৪৪% থেকে ৯৯.৬০% এর মধ্যে। তবে প্রতিটি অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির হারের চেয়ে অধিক।

চিত্র: ৩.২ জাতীয় গড় অগ্রগতির হারের বিপরীতে এলজিইডি'র অগ্রগতির তুলনামূলক পর্যালোচনা



৩.৪। বিগত ৫ বছরের (২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত) আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ:

৩.৪.১। বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

সারণি ৩.৪ এলজিইডি'র অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

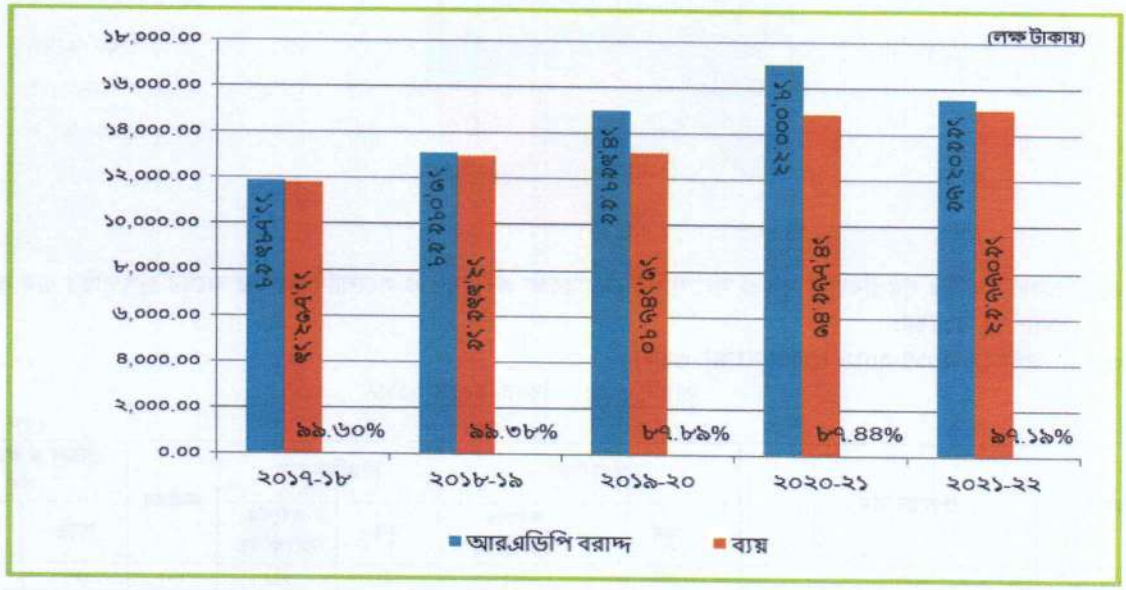
(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪	৫
১।	২০১৭-২০১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯	৯৯.৬০%
২।	২০১৮-২০১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫	৯৯.৩৮%
৩।	২০১৯-২০২০	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৭০	৮৭.৮৯%
৪।	২০২০-২০২১	১৭,০০০.২২	১৪,৮৬৫.৪৩	৮৭.৪৪%
৫।	২০২১-২০২২	১৫৫০২.৬৫	১৫০৬৬.৫২	৯৭.১৯%

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

৩.৩.১। **পর্যবেক্ষণ:** এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বিগত ৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলনামূলক কম। কোভিড-১৯ এর কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে। তাছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'বি' এবং 'সি' ক্যাটাগরির প্রকল্পে সম্পুর্ণ অর্থ ব্যয়ের সুযোগ না থাকায় অগ্রগতি কম হওয়ার মূল কারণ। এছাড়া ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সন্তোষজনক হারে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

চিত্র: ৩.৩ বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা



৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিসংখ্যান

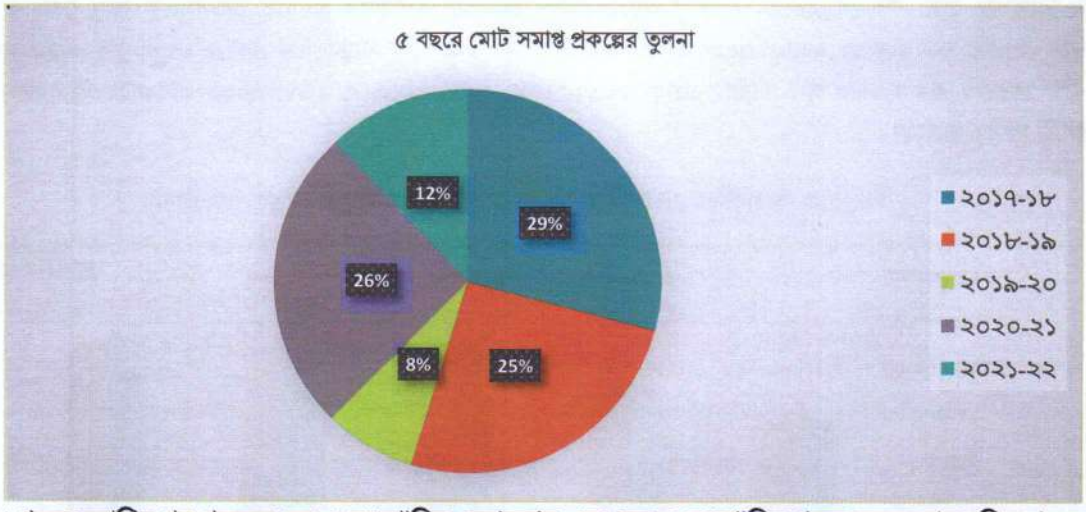
সারণি ৩.৫ এলজিইডি'র ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	অর্থবছর	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	২০১৭-২০১৮	৩৪টি	৩২টি	২টি	৮টি
২।	২০১৮-২০১৯	৩০টি	২৯টি	১টি	২টি
৩।	২০১৯-২০২০	০৯টি	০৯টি	-	-
৪।	২০২০-২০২১	৩০টি	২৭টি	৩টি	২টি
৫।	২০২১-২০২২	১৪টি	১৪টি	-	৪টি
	মোট:	১১৭টি	১১১টি	৬টি	১৬টি

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

৩.৫.১ বিগত ৫ অর্থবছরের এলজিইডি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা: বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১১৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সকল প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রাপ্তির পর আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১১১টি (প্রায় ৯৫%) ছিল বিনিয়োগ প্রকল্প, বাকি ৬টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। ১১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১৬টি (প্রায় ১৩%) ছিল বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট, আর অবশিষ্ট ১০১টি প্রকল্প সম্পুর্ণ GoB অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

চিত্র: ৩.৪ বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তুলনা



৩.৬। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের মূল ও সংশোধিত মেয়াদকাল এবং মূল ও সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ:

৩.৬.১। অর্থবছর: ২০১৭-২০১৮ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩৪টি)

সারণি ৩-৬: অর্থবছর: ২০১৭-২০১৮

(লক্ষ টাকায়)

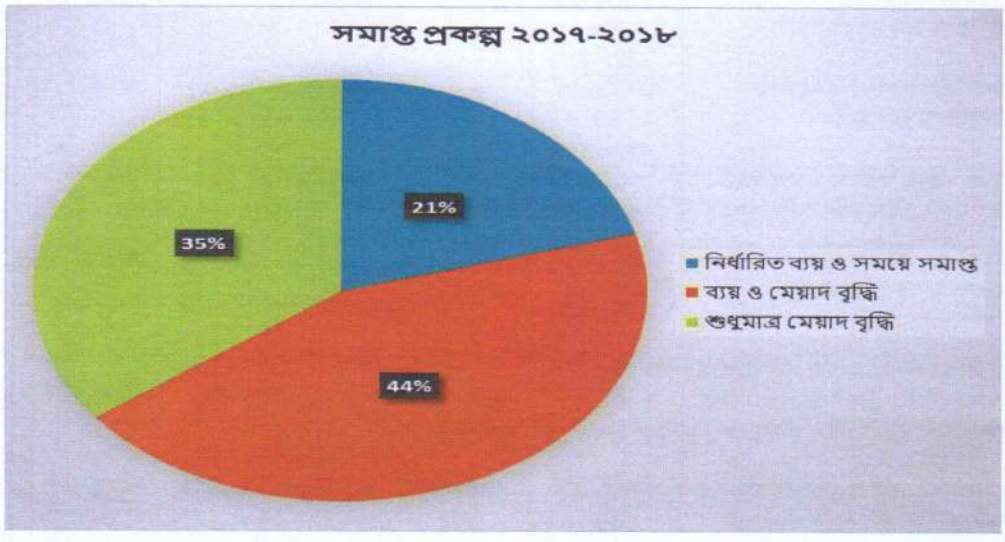
ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার		মন্তব্য
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		সময়	ব্যয়	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান								
১	জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	আগষ্ট/২০০৮ হতে জুন/ ২০১৩	আগষ্ট/২০০৮ হতে জুন/২০১৮	২৮৮২৬.০০	১৬১৮০৯.৫০	জিওবি, IDA, KfW	১০৩.৪৪%	৪৩৮.২২ %	
২	বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি জেলা)। (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮	৩৯৭৫০.০০	৫৫০৭৫.০০	জিওবি	৪২.৬০%	৩৮.৫৫ %	
৩	সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বের/২০২০	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বের/২০২০	৪৪৭২.০০	৪৯০৮০.০০	জিওবি	৯০.৪৭%	৬.৯২%	
৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত)	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২০৭৮.০০	২২৮৪.০০	জিওবি	২৫%	৩.১৩%	
৫	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বের/২০১৭	২৪৯০.০০	২২১৫.০০	জিওবি	২০%	-	
৬	ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)	জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৩	জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৭	১৪৪৯০.০০	৩৬২২৪.৩৫	জিওবি	৫০%	১২০.৩৪ %	
৭	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮	১৪৮০৭২.২৭	১৬৮৭৯৫.০৮	জিওবি JICA	১১.২৯%	১১২.৫০ %	
৮	ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	মে/২০১০ হতে জুন/২০১৩	মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮	২৭৬৫৯.৮৭	৩৫৯৮৭.০০	জিওবি	১৫৮%	২৬.৮৫ %	
৯	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জুলাই/২০২০১ ০ হতে জুন/২০১৩	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮	৪৮০০০.০০	৬৩৩৯৫.০০	জিওবি	১৬৭%	৩০.৩১ %	

১০	সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারি/২০১১ হতে জুন/২০১৬	জানুয়ারি/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	৭৫২৫১.৪০	৯৮৯৭৩.০০	জিওবি ADB KFW JFPR	২৭.৬৯%	২৭.৪১%	
১১	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	১১০২০০.০০	১০৮৫০০.০০	জিওবি EU	২৫%	-	
১২	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬	২০১৩- ২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২০৬৭৭.২০	২০৬৮৫.১৯	জিওবি	৫০%	-	
১৩	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২০৩০.০০	২০৩০.০০	জিওবি	৫০%	-	
১৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৭	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩৬১.৮০	২৬৯০.০০	জিওবি	২৫%	৮.৩৯%	
১৫	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৭	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২১৯৪.০০	-	জিওবি	২৫%	-	
১৬	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৭	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২২৯৮.০০	-	জিওবি	২৫%	-	
১৭	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	২৩৬৪.০০	২৪৯৫.০০	জিওবি	-	-	
১৮	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩৯৫.৭০	২৩৯৫.৭০	জিওবি	২৫%	-	
১৯	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২২৩০.০৯	২৪৮০.৫৩	জিওবি	২৯%	৫.৯১	
২০	বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩৬১.৮০	২৬৯০.০০-	জিওবি	২৫%	৮.৩৯%	
২১	কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	-	১৯৮৭.৪২	-	জিওবি	-	-	
২২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	-	২০৯৭.২৪	-	জিওবি	-	-	
২৩	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	-	২১২৩.০০	-	জিওবি	-	-	
২৪	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	-	২৬৫৫.৩২	-	জিওবি	-	-	
২৫	প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভ্যান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	১৯৬৫.৪৫	২৪৪৭.৬৪	জিওবি ADB	৭৫%	২৪.৫৩%	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ								
২৬	বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২০২৬.০০	১৯৯৬.০০	জিওবি	৩৩%	-	
২৭	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২২৬০.৩৪	২৪৮৪.০০	জিওবি	২০%	৯.৬৩	

২৮	পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২২২০.০০	২৩৩৩.০০	জিওবি	৫০%	৪.৪৭%	
২৯	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২২৬৫.১৭	-	জিওবি	২৫%	-	
৩০	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮	-	২৪৬০.৫৮	-	জিওবি	-	-	
৩১	চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	ফেব্রুয়ারি/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৪৪০.১২	১৪৪০.১২	জিওবি	৪৫%	-	
৩২	ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর /২০১৩	জানুয়ারী/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৭	৭৭২৭০.০০	১২১৮৮৯.৬৯	জিওবি SFD, OFID	১৮৭%	৪৯%	
৩৩	প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম।	সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮	-	৬০০.৮৬	-	জিওবি ADB	-	-	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)								
৩৪	Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised).	সেপ্টেম্বর/২০১২ হতে সেপ্টেম্বর /২০১৭	সেপ্টেম্বর/২০১২ হতে মে/২০১৮	৫৬৮৫.০০	-	জিওবি JICA	১৫%	-	

৩.৬.২। পর্যালোচনা: এলজিইডি'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ৩৪টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যে ২৫টি প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত, ৮টি প্রকল্প নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং ১টি প্রকল্প সেচ সংক্রান্ত। এ সকল প্রকল্পসমূহের মধ্যে মোট ৮টি প্রকল্পে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা ছিল আর ২৬টি প্রকল্প শুধুমাত্র সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। মেয়াদবৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় দেখা যায় প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ছিল ৯ বছর ১১ মাস এবং সর্বনিম্ন মেয়াদকাল ২ বছর ৪ মাস। মোট ৩৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি (২১%) প্রকল্প নির্ধারিত সময় ও মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, ২৭টির মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মধ্যে ১৫টি (৪৪%)প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২টি (৩৫%) প্রকল্পের। প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে ১৮৭% আর সর্বোচ্চ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩৮.২২%।

চিত্র: ৩.৫, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত ৩৪টি প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির তুলনা



৩.৭। অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩০টি)

সারণি ৩.৭: অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

(লক্ষ টাকায়)

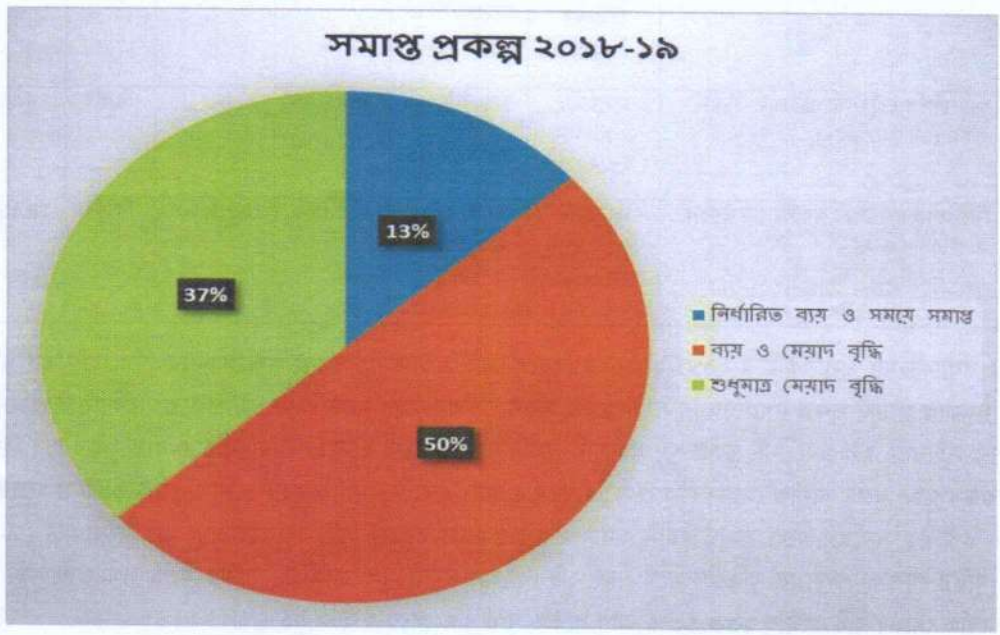
ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার		মন্তব্য
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		সময়	ব্যয়	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান								
১	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা।	মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১৯	৩২৬৫২.৪৭	৪০১৬৭.৯৮	জিওবি	১৮০%	২৩.০২%	
২	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)।	জুলাই/২০১০ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৩	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৯	৪১৭৫০.০০	১৪৭৫৭৬.৮৯	জিওবি	১৫৭.৫৪%	২৫৬.৭৭ %	
৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (২য় সংশোধিত)	মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩	মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	৪৪১০০.০০	৫৪৫৭৪.৬৪	জিওবি	৩০.৬৯%	২৩৫.৭১ %	
৪	বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) (২য় সংশোধিত)।	মার্চ,২০১১ হতে জুন,২০১৫	মার্চ/২০১১ হতে জুন/ ২০১৯	৩৯৮৫০.০০	৪৯৬৭৫.৩৫	জিওবি	২৪.৬৬%	৯২.৩০%	
৫	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	নভেম্বর/ ২০১৩ হতে জুন/২০১৮	২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৮-২০১৯	৭৩৯৯০.০০	৭২৯৩৯.৯৮	জিওবি	২১.০৫%	৫.৭০%	
৬	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	জানুয়ারী/২০১৪ হতে ফেব্রুয়ারী/১৯	১৫১৭৯.০০	১৪৭৬৩.২৭	জিওবি	৭২.২২%	-	
৭	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৮	জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	২৩১৭.৫০	-	জিওবি	--	২০%	
৮	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	২৪২২.০০	২৪২২.০০	জিওবি	--	৫০%	
৯	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৯	-	২৪২৭.৪৪	-	জিওবি	-	-	
১০	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৬	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	১৫১৭৯.০০	১৫০৭৫.০০	জিওবি	-	৭২.২২%	
১১	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৭	জানুয়ারি / ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	২৪২২.০০	২৪২২.০০	জিওবি	-	৫০%	
১২	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/ ২০১৬ হতে জুন ২০১৭	জুলাই/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	২২২৩.০০	-	জিওবি	৭৫%	-	

১৩	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর' ২০১৭	জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	২২২৮.৬৭	-	জিওবি	-	৭৫%	
১৪	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	অক্টোবর' ২০১৬ হতে ডিসেম্বর' ২০১৮	-	২১৩৮.২৭	-	জিওবি	-	-	
১৫	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/১৯	২৪৯৮.৫০	-	জিওবি	-	২৫%	
১৬	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৯	ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৯	২২৪৭.৪৮	২১৭২.১২	জিওবি	-	-	
১৭	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৯	ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৯	২২৮৫.০০	২২২৪.০০	জিওবি	-	-	
১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৯	-	২২৮৫.৩৫	২২২৪.০০	জিওবি	-	-	
১৯	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প।	জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০১৯	জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০১৯	৪১১৪.৯৬	-	জিওবি	-	-	
২০	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	অক্টোবার ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০১৯	১৩৩৮.০০	-	জিওবি	৪২.৮৫%	-	
২১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।	জুলাই/ ২০১৮ হতে জুন/২০১৯	-	২৭৭.১৬	-	জিওবি	-	-	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ								
২২	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১১ হতে জুন/ ২০১৪	জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	১১৫০৯৮.৯০	১২২৭২১.৪২	জিওবি	৯.৩৭%	১২৮.৫৭ %	
২৩	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৬	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৮	১৩০৫৬২.৭৫	১৩৩১৩১.৩১	ADB, KFW, SIDA	১.৯৭%	৩৬%	
২৪	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে জুন/২০১৭	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে জুন/২০১৯	৩৫২৫.০০	-	জিওবি	৫৭.১৪%	-	

২৫	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	২৩৮৮৫.০০	-	জিওবি	৫০%	-	
২৬	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানু/ ২০১৭ হতে ডিসে/ ২০১৮	জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	২৩০১.০০	২৪২৭.০০	জিওবি	৫.১৬%	১৯%	
২৭	কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ৩০/০৬/১৯	১৫৮৭.০০	-	জিওবি	-	-	
২৮	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/ ২০১৯	-	৪৮১৯.৫৭	-	জিওবি	-	-	
২৯	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০১৯	নভেম্বর/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০১৯	১০০.০০	-	জিওবি	-	-	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)								
৩০	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১০ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৭	জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	৭৮১০৬.৩৯	৭৮৯৪৮.৭৬	ADB, IFAD	-	২০%	

৩.৭.১। পর্যালোচনা: এলজিইডি'র ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৩০টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যে ২১টি প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত, ৮টি প্রকল্প নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং ১টি প্রকল্প সেচ সংক্রান্ত। এ সকল প্রকল্পসমূহের মধ্যে মোট ২টি প্রকল্পে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা ছিল আর ২৮টি প্রকল্প শুধু সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। মেয়াদবৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় দেখা যায় প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ছিল ৯ বছর ৪ মাস এবং সর্বনিম্ন মেয়াদকাল ১ বছর ৮ মাস। মোট ৩০টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি (১৩%) প্রকল্প নির্ধারিত সময় ও মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, ২৬টির মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মধ্যে ১৫টি (৫০%)প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১১টি (৩৭%) প্রকল্পের। প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে ১৮০% আর সর্বোচ্চ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫৬.৭৭%।

চিত্র: ৩.৬, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত ৩০টি প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির তুলনা



৩.৮। অর্থবছর: ২০১৯-২০২০ (প্রকল্প সংখ্যা: ০৯টি)

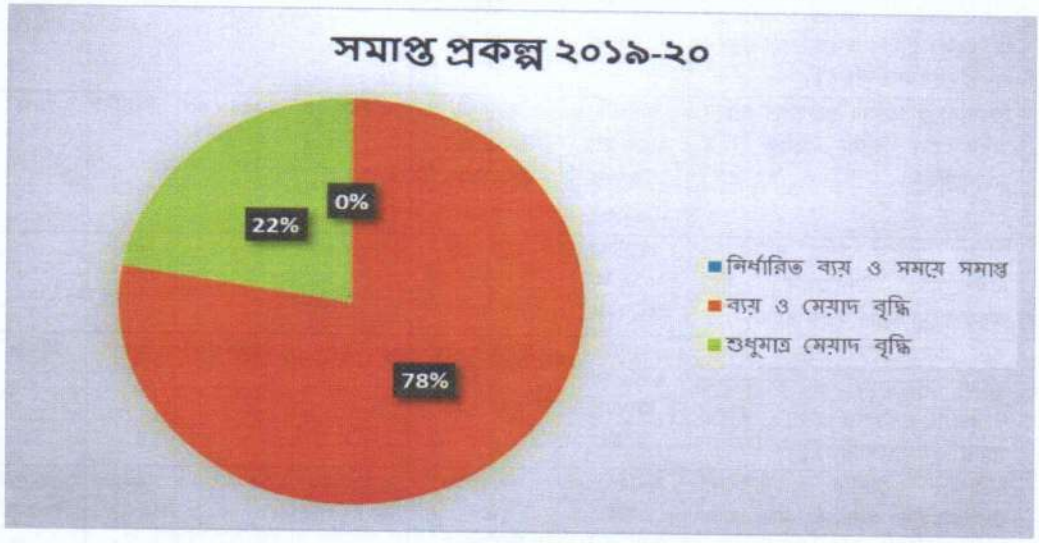
সারণি ৩.৮: অর্থবছর: ২০১৯-২০২০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার		মন্তব্য
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		সময়	ব্যয়	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান								
১	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩০ জুন ২০২০	১২৩০০০.০০	১২৯৮৮৪.৭৩	ADB, IFAD, KfW	২৫%	৪০.৯৩ %	
২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২০	৫২৮৩০.০০	৬১৫৪৭.০০	জিওবি	১৬৬.৬৭ %	১১৬.৫ ০%	
৩	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	জুলাই/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১২	জুলাই/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	৫৫৩২২.৫০	১৭০৯৫৩.০০	জিওবি	২৩৩.৩৩ %	২০৯.০১ %	
৪	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদরএবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	২০৩৮.২০	৪৯০৬.০০	জিওবি	৭৫%	১৪০%	
৫	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০২০	৯০৮৭.০৬	১০৮৩৬.০০	জিওবি	৩৩.৩৮ %	১৯.২৪%	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ								
৬	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১১ ডিসেম্বর ২০১৩	জানুয়ারী/ ২০১১ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৯	৬১২১৩.০০	-	জিওবি	২০০%	-	
৭	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪৯০.০০	৩৭৯৫.০০	জিওবি	৬০%	৫৪.৪০ %	
৮	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৯	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪২৫.০০	-	জিওবি	৫০%	-	
৯	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	জুলাই/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৯	২২৫৩.০০	২৫৭৯.০০	জিওবি	১৪.৫১%	১২০%	

৩.৮.১। পর্যালোচনা: এলজিইডি'র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৯টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যে ৫টি পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত ও ৪টি প্রকল্প নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত। এ সকল প্রকল্পসমূহের মধ্যে মোট ১টি প্রকল্পে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা ছিল এবং ৮টি প্রকল্প শুধু সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। মেয়াদবৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় দেখা যায় প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ছিল ১০ বছর ৬ মাস এবং সর্বনিম্ন ২ বছর ৬ মাস। মোট ০৯টি প্রকল্পের মধ্যে কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি অর্থাৎ সকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মধ্যে ৭টি (৭৮%) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২টি (২২%) প্রকল্প মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে ২৩৩.৩৩% আর সর্বোচ্চ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২০৯.০১%%।

চিত্র: ৩.৭ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৯টি প্রকল্পের তুলনা



৩.৯। অর্থবছর: ২০২০-২০২১ (প্রকল্প সংখ্যা: ৩০টি)

সারণি ৩.৯: অর্থবছর: ২০২০-২০২১

(লক্ষ টাকায়)

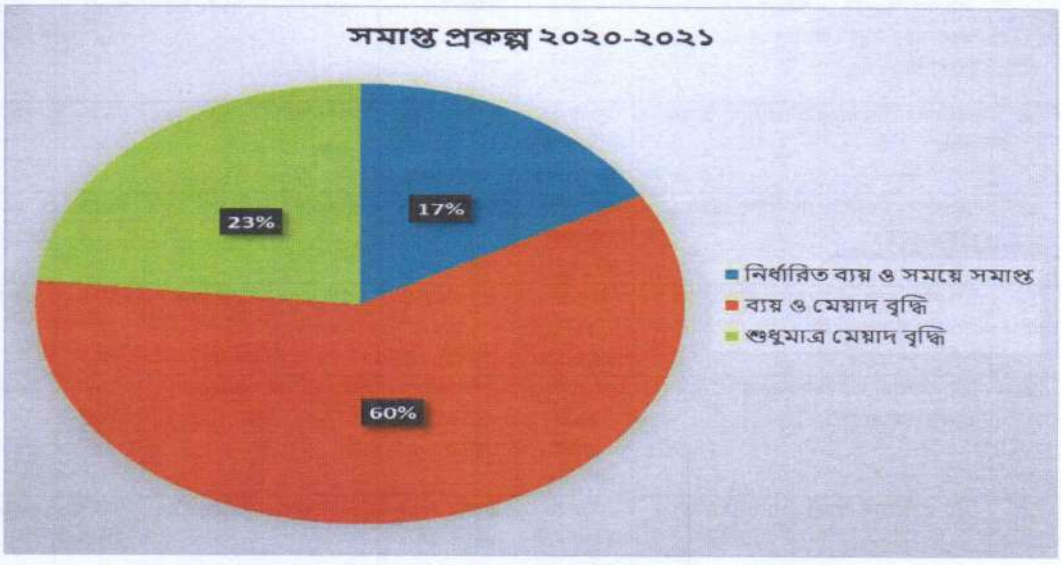
ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার		মন্তব্য
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মেয়াদ	ব্যয়	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান								
১	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জুলাই/ ২০১৩ থেকে জুন/ ২০১৮	জুলাই/ ২০১৩ হতে জুন/ ২০২১	৬৩৮০০.০০	৯২০০০.০০	জিওবি	১৬০%	৮৬.৮৪ %	
২	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২১	৭৮০০০.০০	৯০৫৬০.০০	জিওবি	২০.০৬ %	৫০%	
৩	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/ ২০১৩ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৬	জুলাই/ ২০১৩ হতে জুন/ ২০২১	১৪২৬০.০০	১৬৬০৮.০০	জিওবি, USAID	২৭৫%	১৫.৮৫ %	
৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridgeনির্মাণ	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬	জুলাই ২০১৩ হতে জুন/ ২০২১	১৬৭১২.০০	১৬৭১২.০০	জিওবি	১৬৬.৬৭ %	২৯.৯৮ %	
৫	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে জুন/ ২০১৮	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে জুন/ ২০২১	৪৪৪৪২.০০	৬৯০০০.০০	জিওবি	৬৬.৬৬%	৫৫.২৫%	
৬	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১	৩০৫৬১.২৫	৩২৪১১.৭২	জিওবি	১০০%	৬.০৫%	
৭	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)।	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১	৬০৭৬৪৪.০০	-		৫০%	-	
৮	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২১	৪৬৮০৯.১০	৫০৭১০.০০	জিওবি	৫০%	৮.৫২%	

৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	ডিসেম্বর/ ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮	ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০২১	১৮০৫৯.০০	২২৫০০.০০	জিওবি	২৪.৫৯ %	৫৫.৮১ %	
১০	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০২১	৩৪৭২৪.০০	৪৩৫৪৭.০০	জিওবি	৫০%	২৩.৯৭ %	
১১	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে জুন/২০১৯	সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/২০২১	৭৪৬৮.০০	-	জিওবি	-	৪২%	
১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২১	৪৫৬৯.০০	৫৬১৯.০০	জিওবি	১৪০%	২২.৯৮ %	
১৩	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	জুন/২০১৬ হতে জুন/২০২১	৩৩৬০.০০	৩৬০০.০০	জিওবি	১৫৬.৫%	১.২০%	
১৪	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯	এপ্রিল/ ২০১৭ থেকে জুন/ ২০২১	২৪৯৫.১৬	-	৮৮.৮৮ %	-	-	
১৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই ২০১৭ – ডিসেম্বর ২০১৯	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১	৪৬.৭৬	৪৬৭৬.০০	৫০.৩৩ %	১৪.৮৯%	-	
১৬	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১	৪৯৬৯.০০		২৫%	-	-	
১৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯	অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/ ২০২১	৪৯০৪.০০	৫৬৩৫.০০	জিওবি	১০০%	১৪.৯১ %	
১৮	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/ ২০১৮ হতে জুন/২০২১	-	৪৮৯৫.০০	-	জিওবি	-	৫০%	
১৯	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২১	-	৪৭৬৩.০০	-	জিওবি	-	-	
২০	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০	-	৪১৯৩.০০	-	জিওবি	৪২.৮৫%	-	
২১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প।	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১	৪৮২৮.০০	-	জিওবি	৫০%	-	
২২	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২)	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১	৪৫০০০.০০	৭৪০৬৯.০০	জিওবি	১০০%	৯৬.৩২%	
২৩	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারি-২০১৭ হতে ডিসেম্বর-২০১৮	জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে জুন/২০২১	৪৯৫৬.০০	-	জিওবি	১২৫%	-	
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ									
২৪	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারি/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০২১	২২৬৭.০০	৩৩৫৬.০০	জিওবি	১৪৫%	৪৮.০৩%	

২৫	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/ ২০১৭ থেকে জুন/২০১৯	জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১	৪৯১২.০০	৭০৮০.০০	জিওবি	৮০%	৩০.৬২%	
২৬	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারি/ ২০১৭ থেকে জুন/২০১৯	জানুয়ারি/ ২০১৭ থেকে জুন/২০২১	২২৫৩.০০	২৫৭৯.০০	জিওবি	৮০%	১৪.৫১%	
২৭	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	আগস্ট/ ২০১৮ হতে জুন/২০২১	-	৪৯৯৭.০০	-	জিওবি	-	-	
২৮	সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিমান বন্দর সড়কে মজুমদারি থেকে চৌহাট্টা হয়ে কোর্ট পয়েন্ট পর্যন্ত উড়াল সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/ ২০১৯ হতে জুন/২০১৯	জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২১	৪৭৭.০০	৪৭৯.০০	জিওবি	৪০০%	০.৪২%	
২৯	কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকার টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্প।	জানুয়ারি/ ২০২০ হতে ডিসেম্বর/ ২০২০	জানুয়ারি/২০২০ হতে জুন/২০২১	১০০.০০	-	জিওবি	৫০%	-	
৩০	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম।	অক্টোবর/ ২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/ ২০২০	-	৫২৫০.০০	-	জিওবি, ADB	-	-	

৩.৯.১। **পর্যালোচনা:** এলজিইডি'র ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৩০টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যে ২৩টি পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত ও ৭টি প্রকল্প নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত। এ সকল প্রকল্পসমূহের মধ্যে মোট ২টি প্রকল্পে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা ছিল এবং ২৮টি প্রকল্প শুধু সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। মেয়াদবৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় দেখা যায় প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ছিল ১০ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর ৬ মাস। মোট ৩০টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্প নির্ধারিত সময় ও মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, ২৫টির মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মধ্যে ১৮টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল প্রকল্পসমূহের মধ্যে মেয়াদ সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০০% এবং ব্যয় সর্বোচ্চ ৯৬.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: ৩.৮ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৩০টি প্রকল্পের তুলনা



৩.১০। অর্থবছর: ২০২১-২০২২ (প্রকল্প সংখ্যা: ১৪টি)

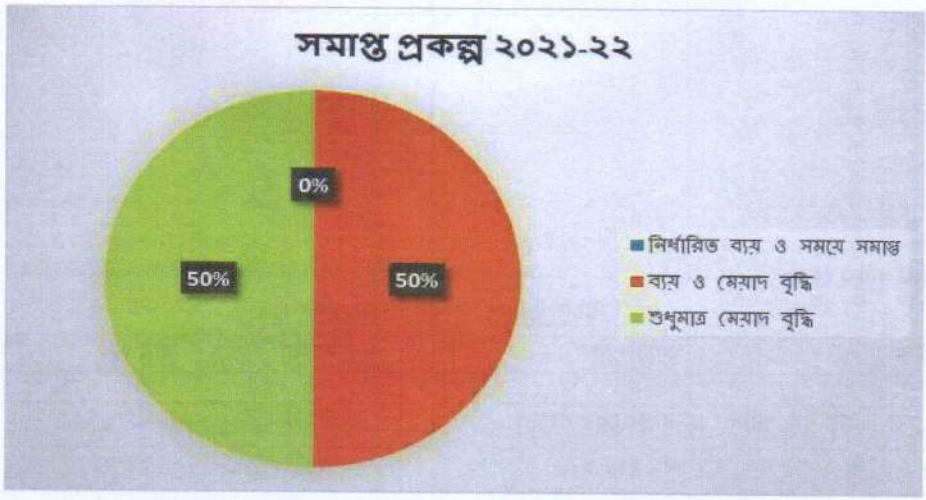
সারণি ৩.১০: অর্থবছর: ২০২১-২০২২ (প্রকল্প সংখ্যা: ১৪টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল		প্রাক্কলিত ব্যয়		অর্থায়ন	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার		মন্তব্য
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মেয়াদ	ব্যয়	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান								
১	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	ডিসেম্বর ২০১৬ হতে নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/২০২২	৪৭৩৪.২৪	৪৫৮১.০৭		৮৬.১১%	-	
২	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	এপ্রিল/২০১১ -জুন/২০১৫	এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২২	৭৭৪৮৫.৩৮	১৪৩০০০.০০	জিওবি	২১১.১৯%	৮৪.৫৫ %	
৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)।	জুলাই/ ২০১৪ হতে জুন/ ২০১৯	জুলাই/ ২০১৪ হতে জুন/ ২০২২	৫৬৪১০.৭৪	৭৩৪৫২.৯৯	জিওবি	১০০%	৭.০৭%	
৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	মার্চ/ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর/ ২০১৯	মার্চ/ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর/ ২০২১	৩৮০০০.০০	৩৯৮৭৬.৪৪	জিওবি	২১.৮৩%	৭.৬৩%	
৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/ ২০১৫ হতে জুন/২০১৯	জুলাই/ ২০১৫ হতে জুন/ ২০২২	৩৬৬০০.০০	৪২৯৯২.০১	জিওবি	১০০%	৩২.৯০%	
৬	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২	৬৬৪৭৮.৩৮	-	জিওবি	১১৭%	-	
৭	পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০	জানুয়ারি/ ২০২০ হতে জুন/২০২২	২০১২.৬৬	-	জিওবি	১৮.২৪%		
৮	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।	১মার্চ, ২০১৩ হতে জুন,২০১৯	মার্চ/২০১৩ হতে মার্চ/২০২২	২৭০৫৯৪.০০	২০৬১৫১.৪০	জিওবি, JICA	৩৪%	-	
৯	**সেক্টর ঃ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি**								
	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	জানুয়ারি/ ২০১৮ হতে জুন/২০২২	৪৪৮০.০০	৭১৪৬.৯৬	জিওবি	১২৫%	১৬২.৫০ %	
১০	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০ ১৮ হতে জুন/২০২১	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২	৪৪৮০.০০	৪৬৫১.৭৩	জিওবি	৩৩.৩৩%	৪.০৩%	
১১	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০ ১৯ হতে জুন/২০২১	জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২২	৩২০০.০০	৩১১৮.০০	জিওবি	৫০%	-	
১২	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১৪ হতে জুন/২০২০	জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০২২	৮৭৪৭৬.০০	৯৪৮৭১.০০	ADB	৩২.৪০%	৮.৪৫%	
১৩	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী/ ২০১৪ থেকে জুন/২০১৮	জানুয়ারী/ ২০১৪ থেকে জুন/২০২২	২৭৪৮২৯.০০	২৪৭৩১৩.১৭	জিওবি, WB	৬০%	-	
১৪	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	জুলাই/ ২০১৪ হতে জুন/ ২০২২	২৯৪৩০০.০০	২৯০৪৫৫.০০	জিওবি, JICA	৩৩.৩৩%	-	

৩.১০.১। **পর্যালোচনা:** এলজিইডি'র ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৪টি সমাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনায় দেখা যায় এর মধ্যে ৮টি প্রকল্প পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং ৬টি প্রকল্প নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত। প্রকল্পসমূহের মধ্যে মোট ৪টি প্রকল্পে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বৈদেশিক সহায়তা ছিল আর ১০টি প্রকল্প শুধু সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। মেয়াদবৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় দেখা যায় প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ছিল ১১ বছর ৩ মাস এবং সর্বনিম্ন মেয়াদকাল ছিল ২ বছর ৬ মাস। মোট ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে কোন প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি অর্থাৎ সকল প্রকল্পেরই মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর মধ্যে ৭টি (৫০%)প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭টি (৫০%) প্রকল্পের। এলজিইডি'র ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মেয়াদ বৃদ্ধি ২১১.১৯% আর সর্বোচ্চ ব্যয় বৃদ্ধি ১৬২.৫০%।

চিত্র: ৩.৯ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৪টি প্রকল্পের তুলনা



৩.১১। সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ

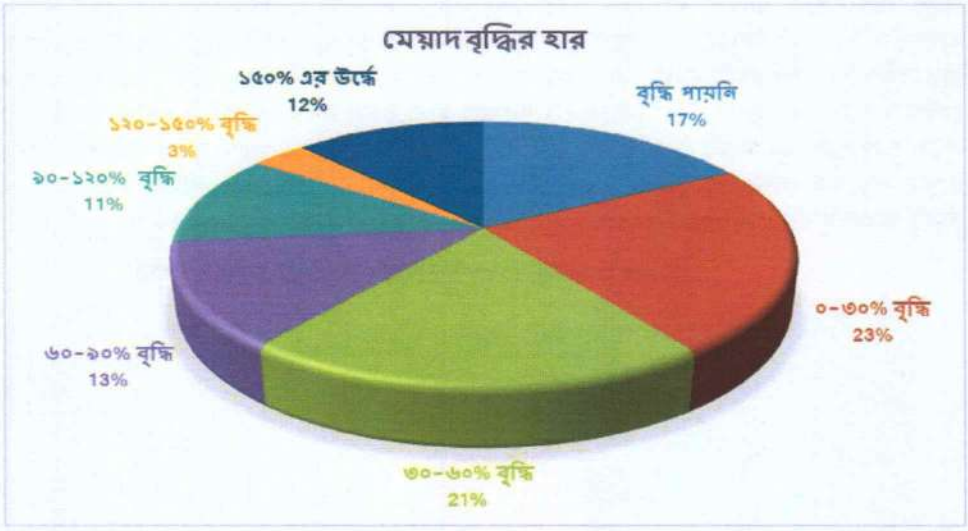
৩.১১.১। মেয়াদ বৃদ্ধির হার:

সারণি ৩.১১: প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির হার

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	সময় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	২০টি	১৭.০৯%	
২	০-৩০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২৭টি	২৩.০৮%	
৩	৩০-৬০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	২৪টি	২০.৫১%	
৪	৬০-৯০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১৫টি	১২.৮২%	
৫	৯০-১২০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১৩টি	১১.১১%	
৬	১২০-১৫০% সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	৪টি	৩.৪২%	
৭	১৫০% এর উর্দ্ধে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে	১৪টি	১১.৯৭%	
	মোট=	১১৭টি	১০০%	

৩.১১.১.১। পর্যালোচনা: বর্ণিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ২০টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে। ২৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে অনুরূপভাবে ২৪টি প্রকল্পের ৩০-৬০%, ১৫টি প্রকল্পের ৬০-৯০%, ১৩টি প্রকল্পের ৯০-১২০%, ৪টি প্রকল্পের ১২০-১৫০% এবং ১৫০% এর উর্দ্ধে সময় বৃদ্ধি পেয়েছে বাকি ১৪টি প্রকল্পের।

চিত্র: ৩.১০ বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির তুলনা



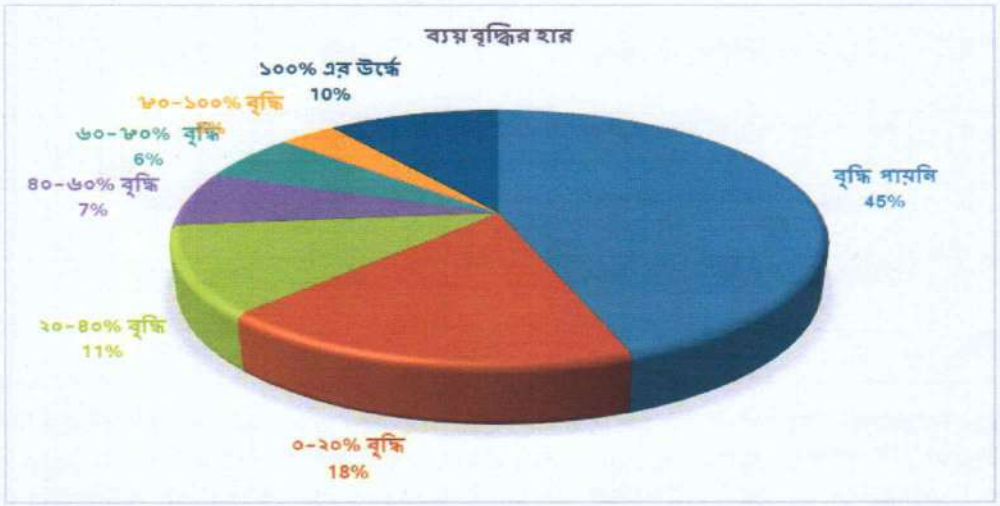
৩.১১.২। ব্যয় বৃদ্ধির হার

সারণি ৩.১২: প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির হার

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	সংখ্যা	হার %	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি এমন প্রকল্পের সংখ্যা	৫২টি	৪৪.৪৪%	
২	০-২০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	২১টি	১৭.৯৫%	
৩	২০-৪০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১৩টি	১১.১১%	
৪	৪০-৬০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৮টি	৬.৮৪%	
৫	৬০-৮০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৭টি	৫.৯৮%	
৬	৮০-১০০% ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	৪টি	৩.৪২%	
৭	১০০% এর উর্দ্ধে ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে	১২টি	১০.২৬%	
	মোট=	১১৭টি	১০০%	

৩.১১.২.১। পর্যালোচনা: বর্ণিত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৫২টি প্রকল্প মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২১টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে মূল ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০-২০%, অনুরূপভাবে ১৩টি প্রকল্পে ২০-৪০%, ৮টি প্রকল্পের ৪০-৬০%, ৭টি প্রকল্পের ৬০-৮০%, ৪টি প্রকল্পের ৮০-১০০% এবং ১০০% এর উর্দ্ধে বাকি ১২টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: ৩.১১ বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির তুলনা



৩.১১.৩। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির সার্বিক বিশ্লেষণ: বিবেচ্য ৫ বছরের সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের সামগ্রিকভাবে মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির হার পর্যালোচনায় দেখা যায় সমাপ্ত ১১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৯৭টি (৮২.৯০%) প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫টি (৫৫.৫৫%) প্রকল্পের।

৩.১২। FGD এবং KII হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা: বিগত ৫ বছরের (২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত) এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১১৭টি প্রকল্পের বিষয়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ প্রকল্প পরিচালকগণের সাক্ষাৎকার এবং এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট সিনিয়র কর্মকর্তা/প্রকৌশলীর সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। FGD এবং KII থেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্প সংশোধন এর কারণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং জন সাধারণের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা উঠে এসেছে।



চিত্র ৩.১২: আইএমইডি'র টিম কর্তৃক এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সাক্ষাৎকার গ্রহণ



চিত্র ৩-১৩: গবেষণার বিষয়ে আইএমইডি'র টিম কর্তৃক এলজিইডি'র প্রকৌশলীবৃন্দের সাথে আলোচনা

৩.১৩। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণসমূহ:

ক) যেসব প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ ধরা আছে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি প্রাপ্তি, জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত কারণে, অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় বিরোধ/প্রভাবের ফলে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়, আর এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়;

খ) নানাবিধ কারণে স্থানীয় সরকার বিভাগ/এলজিইডিকে তার এমটিবিএফ এর প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ থাকছে, এতে ডিপিপি/আরডিপিপি'র পরিকল্পনা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করতে পারছে না, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব ঘটছে;

গ) সড়ক/অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে রেইট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দাম কমার আশায় কাজ বিলম্ব করে। আবার বাজার মূল্য বেশী বেড়ে গেলে তাদের ক্ষতির পরিমাণ যদি টেন্ডার সিকিউরিটির চেয়ে বেশী হলে মাঝপথে কাজ বন্ধ করার ঝুকি থাকে, এর ফলে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করে কাজ সম্পন্ন করতে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হয়;

ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্ষমতার অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে না পারায় ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব ঘটে;

ঙ) অনেক প্রকল্পে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডিপিপি'র কোন অঙ্গ পরিবর্তনের কারণে পরবর্তীতে তা বাজার মূল্যের সাথে মিলিয়ে প্রাক্কলন সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

চ) ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

ছ) প্রকল্প সংশোধনের সময় স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কারণে নতুন নতুন অংগ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

জ) বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন না করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে বাস্তবায়নের সময় তা সংশোধন পূর্বক মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ছে;

ঝ) অসম্পূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি/আরডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে তা সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

ঞ) প্রাকৃতিক পরিবর্তন, বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কারণে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন/স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, পরবর্তীতে নতুন ডিজাইন করে তা সংশোধন ও অনুমোদন সময় সাপেক্ষ বিধায় সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

ট) ডিপিপি'র কাঠামো অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পে দক্ষ জনবলের পদায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন সঠিকভাবে তদারকী করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় অহেতুক অতিরিক্ত সময় লাগছে;

ঠ) অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদন হচ্ছে ডিপিপি'র উল্লিখিত শুরুর তারিখের অনেক পড়ে, এরপর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয় আরো বিলম্বে, এসকল ক্ষেত্রে প্রকল্পটি শুরুতেই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একটা লম্বা সময় পেছনে পড়ে, পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়;

৩.১৪। মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব:

প্রকল্প প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রকল্পের মেয়াদ। ডিপিপি প্রণয়নে প্রকল্পের প্রকৃতি, অবস্থান, প্রকল্পের অঙ্গসমূহ, সংশ্লিষ্ট পণ্য, কার্য, সেবা প্রাপ্তিতে কাঙ্খিত সময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদের পরিবর্তন হলে এর সাথে সম্পর্কিত সকল উপাদান যেমন এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দে প্রতিকূলতা, প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুলতা, প্রকল্পের আউটপুট বা ফলাফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়া প্রভৃতির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেকারণেই হোক না কেন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে পরবর্তী অর্থবছরের এডিপিতে চাপ সৃষ্টি করে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সময় জনিত কারণে রেট শিডিউলে ব্যয় বৃদ্ধি, স্থানীয় মূল্যস্ফীতি বা বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি বা টাকার অবমূল্যায়ন এগুলোর সামগ্রিক ফলাফল ব্যয় বৃদ্ধি এবং আবারও এর প্রভাব পড়ে এডিপি/আরএডিপি'তে। অপরদিকে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/ আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পেতে পারে।

৩.১৫। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ:

ক) যেসব প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ ধরা আছে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি প্রাপ্তি, জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত কারণে, অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় বিরোধ/প্রভাবের ফলে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়, এর মধ্যে রেট শিডিউল পরিবর্তন, নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়। অপরদিকে প্রক্রিয়া সম্পন্নের অতিরিক্ত বিলম্বে জমির মূল্য/মৌজাভিত্তিক রেট পরিবর্তনের ফলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

খ) প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ করায় ডিপিপি/আরডিপিপি'র পরিকল্পনা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন বাধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময় লাগছে, এতে অতিরিক্ত সময়ের জন্য লোকবল, যানবাহন, জ্বালানিসহ অনেক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়, আবার অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় আরো বেড়ে যেতে পারে;

গ) অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে রেইট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দাম কমার আশায় কাজ বিলম্ব করে। আবার বাজার মূল্য বেশী বেড়ে গেলে তাদের ক্ষতির পরিমান যদি টেন্ডার সিকিউরিটির চেয়ে বেশী হলে মাঝপথে কাজ বন্ধ করার ঝুকি থাকে, এতে নতুন রেটে নতুনভাবে দরপত্র আহ্বান করে কাজ সম্পন্ন করতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সক্ষমতার অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে না পারায় প্রকল্পগুলো পরিকল্পিত সময়ের বেশী সময় ধরে চলতে থাকে, এর ফলে সংস্থার প্রকল্প সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে প্রকল্পব্যয় বৃদ্ধি পায়;

ঙ) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন অঙ্গ পরিবর্তনের কারণে পরবর্তীতে তা বাজার মূল্যের সাথে মিলিয়ে প্রাক্কলন সংশোধন করতে গিয়ে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

চ) প্রকল্প সংশোধনের সময় স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কারণে নতুন নতুন অংগ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য আরডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;

জ) অসম্পূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায়, প্রকৃত চাহিদার চেয়ে কম প্রাক্কলন করায় অথবা অন্য কোন কারণে ডিজাইন পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে ডিজাইন করে তা সংশোধনের সময় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৩.১৬। ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব:

প্রকল্প প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়। ডিপিপি প্রণয়নে প্রকল্পের প্রকৃতি, অবস্থান, প্রকল্পের অঙ্গসমূহ, সংশ্লিষ্ট পণ্য, কার্য, সেবার বাজার দর, প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদের পরিবর্তন, পেশার গ্রুপের চাপে এবং স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের পরিবর্তন হলে সে অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে আর এর সাথে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, নির্ধারিত রেট শিডিউলে ব্যয় বৃদ্ধি, স্থানীয় মূল্যস্ফীতি বা বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি বা টাকার অবমূল্যায়ন এগুলোর সামগ্রিক ফলাফল ব্যয় বৃদ্ধি। কোন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেলে এর প্রভাব পড়ে এডিপি/আরএডিপি'তে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেলে MTBF সিলিং, বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে ডিপিপি/আরডিপিপি'র অর্থবছরওয়ারী সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপি'তে প্রকল্পের অনুকূলে কাঙ্খিত বরাদ্দ দিতে পারে না। বাজেট ঘাটতির ফলে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়। এ বিবেচনায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের মেয়াদ প্রভাবিত হয়। এতে অপরদিকে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/ আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পায়।

৩.১৭। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের সংশোধনের কারণসমূহ:

ক) ত্রুটিপূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডি/ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি/আরডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে এর মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশোধন প্রয়োজন হয়;

খ) যেসব প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ ধরা আছে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি প্রাপ্তি, জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত কারণে, অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় বিরোধ/প্রভাবের ফলে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়, অনেক ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে মৌজারেট বৃদ্ধিতে মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশোধন প্রয়োজন হয়;

গ) নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে রেইট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দাম কমার আশায় কাজ বিলম্ব করে। আবার বাজার মূল্য বেশী বেড়ে গেলে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বেশী হওয়ার সম্ভাবনায় কাজ সারেন্ডার করে। এতে নতুন রেটে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করে কাজ সম্পন্ন করতে প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশোধন প্রয়োজন হয়;

ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্ষমতার অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে না পারায় ফলে মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশোধন প্রয়োজন হয়;

ঙ) বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন না করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে বাস্তবায়নের সময় তা সংশোধনের প্রয়োজন পড়ছে;

চ) প্রাকৃতিক পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের চাপ এবং বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন/ স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, পরবর্তীতে নতুন ডিজাইন করে তা সংশোধন প্রয়োজন হচ্ছে;

ছ) ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনের কারণে অনেক ব্রিজের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ জটিল হওয়ায় বা জায়গা না পাওয়ায় অধিগ্রহণসহ প্রয়োজন মোতাবেক উপযুক্ত ডিজাইন অন্তর্ভূক্ত করে মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হয়;

জ) প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন পেশার গ্রুপের চাপ এবং স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন অংগ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ দুটিরই পরিবর্তন করার নিমিত্ত ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হয়;

ঝ) বৃহদাকারে প্রকল্প চলাকালীন একই এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে প্রকল্প গ্রহণ করায় দ্বৈততা সৃষ্টি হওয়ায় বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হয়; বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন না করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় পরবর্তীতে তা সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়;

ঞ) নানাবিধ কারণে কিছু কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হারে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায়র জন্য ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হয়;

৩.১৮। সংশোধনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব:

প্রতিটি প্রকল্পই নির্ধারিত কম্পোনেন্ট, নির্ধারিত মেয়াদ, নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়নের যে কোন পর্যায়ে অঙ্গ, ব্যয়, অবস্থান, মেয়াদ প্রভৃতির কোন পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকল্প সংশোধনের ফলে নির্ধারিত অঙ্গ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অবস্থান, মেয়াদ প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি হ্রাস পায়। প্রকল্প সংশোধনের মূল প্রভাব দু'ভাবে হতে পারে: প্রথমত মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি। আর অপরদিকে এর প্রভাব যেমন পড়ে এডিপি/আরএডিপি'তে। অপরদিকে প্রকল্পের ফলাফল গ্রহিতা/সেবা গ্রহিতারা (End User) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সুবিধা/ আউটপুট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সময় মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে আউটপুট এর উপযোগিতা হ্রাস পেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা বাস্তবতার নিরিখে কোন অঙ্গ বা অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে।

৩.১৯। বিগত ৫ বছরে এলজিইডি'র আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম: বিগত ৫ বছরের (২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত) এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত গ্রামীণ/নগর অঞ্চল এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক/ব্রিজ নির্মাণসহ বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্রমের অর্থবছর ভিত্তিক তথ্য সারাদেশের ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও বিভাগওয়ারী তথ্য অনুসন্ধান করা হলেও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে এসব তথ্য সুবিন্যস্তভাবে এলাকাভিত্তিক সংরক্ষিত না থাকায় তা সংগ্রহ করা যায়নি। পাশাপাশি সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় এ বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান করে ও মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ গবেষণায় সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়নের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্রমের তথ্য শুধু অর্থবছর ভিত্তিক বিন্যস্ত করে নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.১৯.১। গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রম:

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	অর্থবছর					মোট
		২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	১১৪০	৫১০	৫২০	৪৩৪	৩৫০	২৯৫৪
২।	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	১৭৮৯	১২৪০	১২৫০	৭০২	১০০০	৫৯৮১
৩।	গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ (কি.মি.)	৫৬০৫	৩৬৫০	৩৭৩০	২১৮৬	৩১০০	১৮২৭১
৪।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (কি.মি.)	২৮৯৩	১৮৯২৪	১৮৩৯৮	১৬৪২০	১৮৬০০	৭৫২৩৫
৫।	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	২৯৭৭৬	৩০০০০	৭৯৭৮	১৩৭৩৭	১৬৯৪৪	৯৮৪৩৫
৬।	সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ (মিটার)	১০৩৬৫	১২৪৪	৬৯০	২০৪০	৫০৮৩	১৯৪২২

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

৩.১৯.১.১। গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের প্রভাব: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। প্রত্যন্ত পল্লির মানুষও আজ সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটারের মধ্যে পাকা সড়ক ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। বিগত ৫ অর্থবছরে (২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২) এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ১৮,২৭১ কি:মি: গ্রাম সড়ক, ৫,৯৮১ কি:মি: ইউনিয়ন সড়ক, ২,৯৫৪ কি:মি: উপজেলা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। বিগত ৫ অর্থবছরে ৭৫২৩৫ কি:মি: গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, তাছাড়া বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় গ্রাম সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং উপজেলা সড়কে ৯৮৪৩৫ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে এবং ১৯৪২২ মিটার সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এ সকল সড়ক এবং সেতু/কালভার্ট প্রত্যন্ত গ্রামের সাথে নিকটস্থ ইউনিয়ন, উপজেলা, গ্রোথ সেন্টার এবং হাটবাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। এলজিইডি'র সড়ক ব্যবহার করে কৃষক, জেলেসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য পণ্য ন্যায্য মূল্যে সহজে বাজারজাত করার সুবিধা পাচ্ছে। শহরের লোকজনও সহজে গ্রাম থেকে আসা তাজা কৃষিপণ্য ন্যায্য মূল্যে হাতের কাছে পাচ্ছে। এছাড়া এ ধরণের কানেকটিভিটি থাকায় সহজেই প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনরোলম্যান্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ পল্লি অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এলজিইডি যে অবদান রেখেছে তা আজ দৃশ্যমান। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসব অবকাঠামোর অবদান বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৩.১৯.২। গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রম:

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	অর্থবছর					মোট
		২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ (সংখ্যা)	২৫	৮৫	২৬	৯	৫	১৫০
২।	হাটবাজার উন্নয়ন (সংখ্যা)	১৫৫	১০০	৮৮	১১১	১২৫	৫৭৯
৩।	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৮২	১১০	১০০	৪৫	-	৩৩৭
৪।	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৫৫	৫৮	৬৪	৪০	৫০	২৬৭
৫।	বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার (সংখ্যা)	১০০	৬৬	৫০	১১০	৫০	৩৭৬
৬।	খাল খনন (কি.মি.)	৪৯২	৫০০	৫২০	৪৫০	৬০০	২৫৬২
৭।	রেগুলেটর নির্মাণ (সংখ্যা)	১৫০	১৫২	১৬০	১০০	১২০	৬৮২
৮।	ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	৪৬	৫২	৩৪	৭২	১৮১	৩৮৫

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

৩.১৯.২.১। গ্রামীণ জনপদের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের প্রভাব: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ গ্রামীণ জনপদের হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বিগত ৫ অর্থবছরে (২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২) এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের মানুষের সেবা জন্য ৩৩৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ২৬৭টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ৩৭৬টি সাইক্লোন সেন্টার, ৩৮৫টি ল্যান্ডিং স্টেশন এবং ১৫০টি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ৫ বছরে এলজিইডি ৫৭৯টি গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করেছে। গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণ এ সকল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এবং উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে স্বাচ্ছন্দে সেবা গ্রহণ করতে পারছে। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সাইক্লোন সেন্টার গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী প্রান্তিক জনসাধারণের মাঝে আস্থার পরিবেশ আনয়ন করেছে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী কৃষক, জেলেসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য পণ্য ন্যায্য মূল্যে এলজিইডি নির্মিত গ্রোথ-সেন্টার এবং গ্রামীণ হাটবাজারে সহজে বাজারজাত করার সুবিধা পাচ্ছে। এসব গ্রোথ-

সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজারে আলাদাভাবে মহিলা কর্নার থাকায় গ্রামীণ নারীরা ব্যবসায়ে সংযুক্ত হওয়ার সুবিধা পাচ্ছে। যা গ্রামীণ এলাকায় নারী ক্ষমতায়নের পথকে সুদৃঢ় করছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও গতিশীল করে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসব অবকাঠামোর অবদান অনেক।

৩.১৯.৩। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রম:

ক্রমিক	ক্যাটাগরি		অর্থবছর					মোট
			২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	বৃক্ষরোপণ (কি.মি.)		১৭৭	১৮২	১৮৬	৯০	১০০	৭৩৫
২।	প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১১৬	২৩৯	৪১৩	২৫১৮	৩১৭	৩৬০৩
		জন	৩১১১	৯২৯৬	১৩৯৩৮	৬২৯০৫	৭০৮০	৯৬৩৩০
৩।	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী (উপকারভোগী)		১২০০০০	১৪০০০০	১৬০০০০	২০০০০০	১২০০০০	৭৪০০০০
৪।	সামাজিক অবকাঠামো (মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ ইত্যাদি) নির্মাণ (সংখ্যা)		-	৩৭৬৪	৪৫০০	২৭৪৮	১২০৪৬	২৩০৫৮

(তথ্যসূত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন, এলজিইডি)

৩.১৯.৩.১। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের প্রভাব: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে একদিকে গ্রাম সড়ক, ইউনিব্লক গ্রাম সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, উপজেলা সড়ক নির্মাণ করেছে সাথে সাথে এ সকল সড়কে সংযোগকারী সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেছে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, সাইক্লোন সেন্টার, ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার নির্মাণসহ হাট বাজারের উন্নয়ন করেছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় খাল খনন, রেগুলেটর স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনের সময় জমিতে সেচ নিশ্চিত করতে পারছে, অপর দিকে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারন হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষ, কুটিরশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে এতে তাদের বিশেষ করে নারী সদস্যরা আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করছে। প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও আজ সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটারের মধ্যে পাকা সড়ক ব্যবহারের করে স্বাচ্ছন্দে সরকারি সেবা নিতে পারছে। গ্রামীণ জনসাধারণ তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য পণ্য পাকা সড়ক ব্যবহারের করে ন্যায্য মূল্যে সহজে বাজারজাত করার সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া এ ধরণের কানেকটিভিটি থাকায় সহজেই প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ হাটবাজারে আলাদাভাবে মহিলা কর্নার থাকায় গ্রামীণ নারীরা ব্যবসায়ে সংযুক্ত হওয়ার সুবিধা পাচ্ছে। এতে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় নারী ক্ষমতায়নের পথকে সুদৃঢ় করছে।

অবকাঠামোগত সুবিধা থাকায় গ্রামীণ রাস্তায় বৈদ্যুতিক রিকশা ভ্যানসহ যানবাহনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিকগণ দাপ্তরিক/ব্যবসায়িক কাজ শেষে দিনশেষে সহজে বাড়ি আসতে পারছে, এতে তাদের নতুন নতুন কর্ম/সেবার সাথে জড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাছাড়া কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্যোগসহ যে কোন পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহজে পৌছতে পারছে। ফলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এ ধরনের অপরাধ হ্রাস পেয়েছে এবং সার্বিকভাবে গ্রামের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এ সকল সুবিধাদির ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষের বেকারত্ব লাঘব হয়েছে আর তা দারিদ্র্য বিমোচনসহ স্থানীয় জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গ্রামীণ পল্লি অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন এবং গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এলজিইডি'র অবদান আজ দৃশ্যমান। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী অঞ্চলের এসব অবকাঠামো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

৩.২০। এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোর ছবি: (গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ)



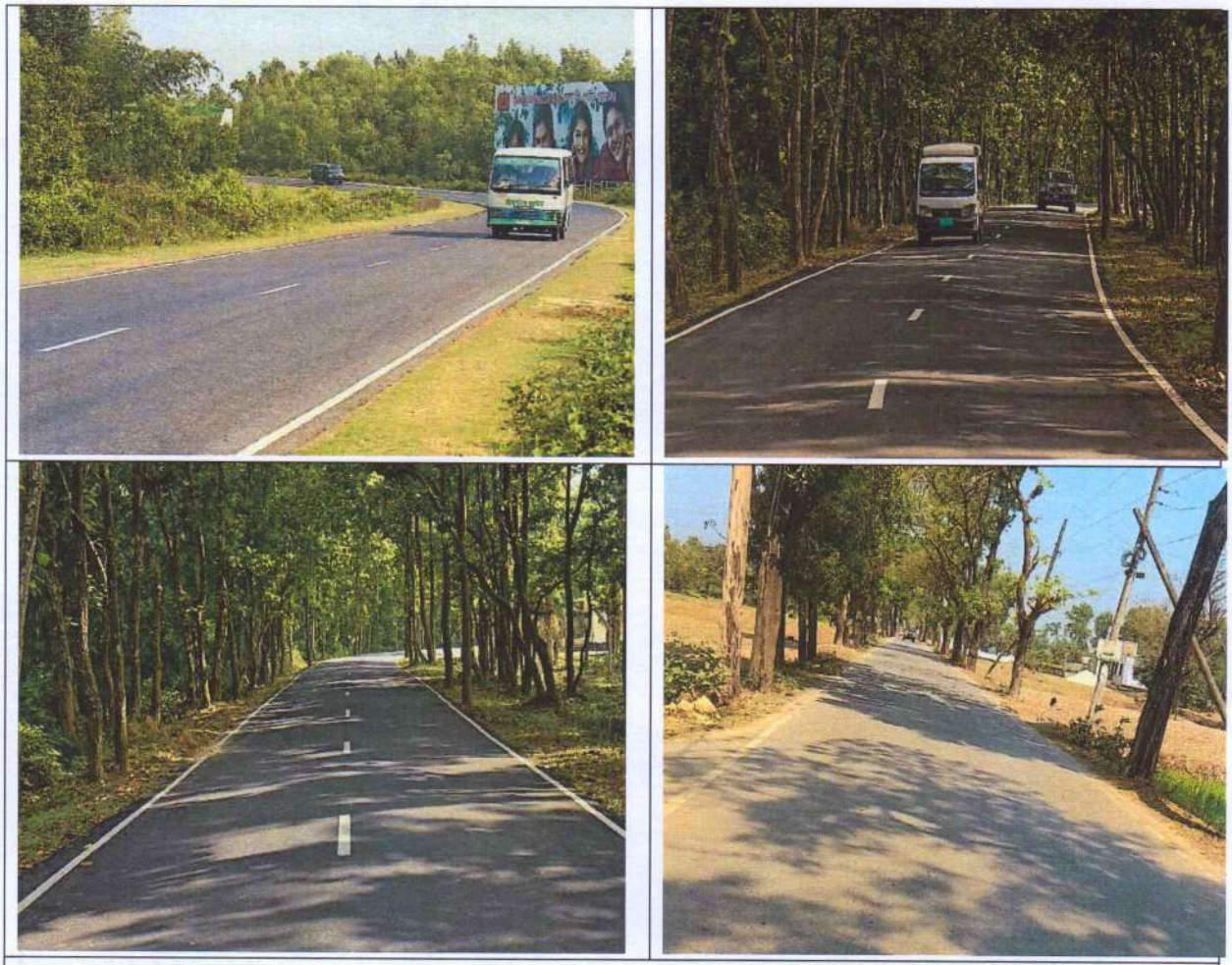
চিত্র: ৩.১৪ কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ছয়সুতি রেল স্টেশন-ভৈরব কিশোরগঞ্জ আরএন্ডএইচ সড়ক ও বাঁশগাড়ী সার্কুলার রোড ভায়া পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া সড়কে ৩৭০০ মিটার চেইনেজে ৭০.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ।



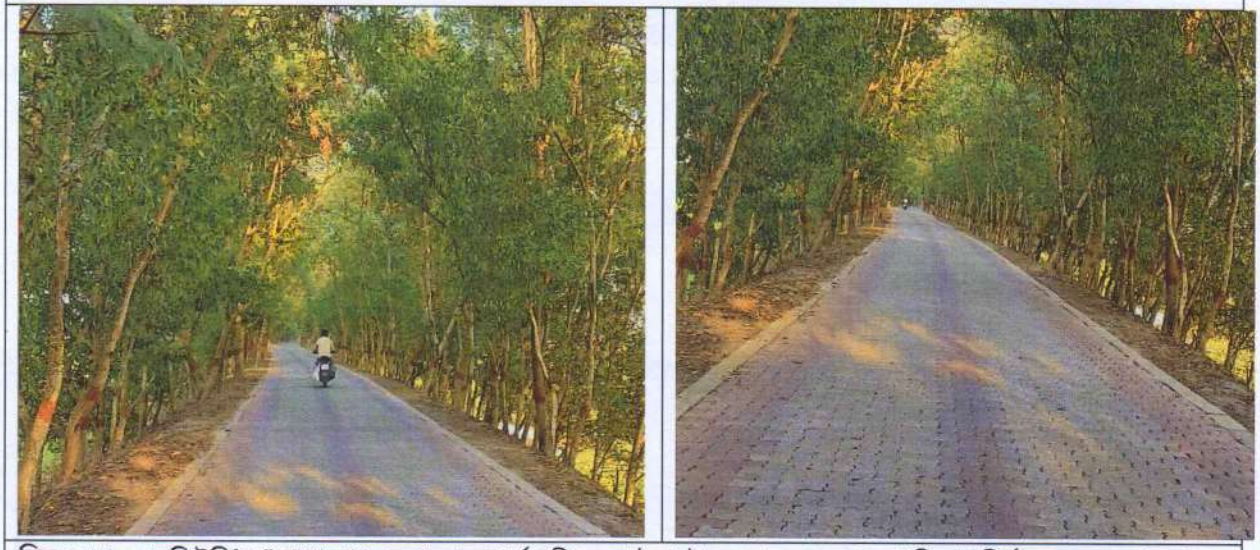
চিত্র: ৩.১৫ মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার রমজানবাগ হতে চরমুসুরা সড়কের ৬২০০ মিটার চেইনেজে ৭৫ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ।



চিত্র: ৩.১৬ গুরুত্বপূর্ণ ৯ (নয়) টি ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় পাইকান বাজার-কাটিয়াদী সড়কে নির্মিত ব্রিজও এ্যাপ্রোচ সড়ক।



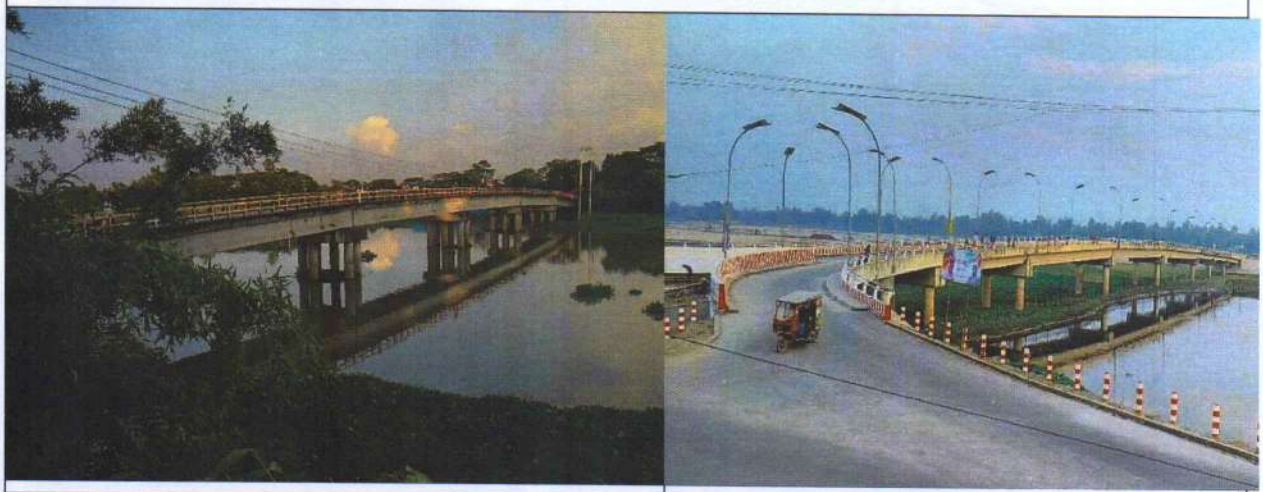
চিত্র ৩.১৭: এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা বিটুমিনাস সড়ক।



চিত্র ৩.১৮: এলজিইডি'র "গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠমো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬১৪.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৪.৩৪০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ইউনিব্লক গ্রামসড়ক। বাস্তবায়িত সড়কটির মাধ্যমে কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার মধ্যকার দূরত্ব প্রায় ১৫ কিমি কমেছে।



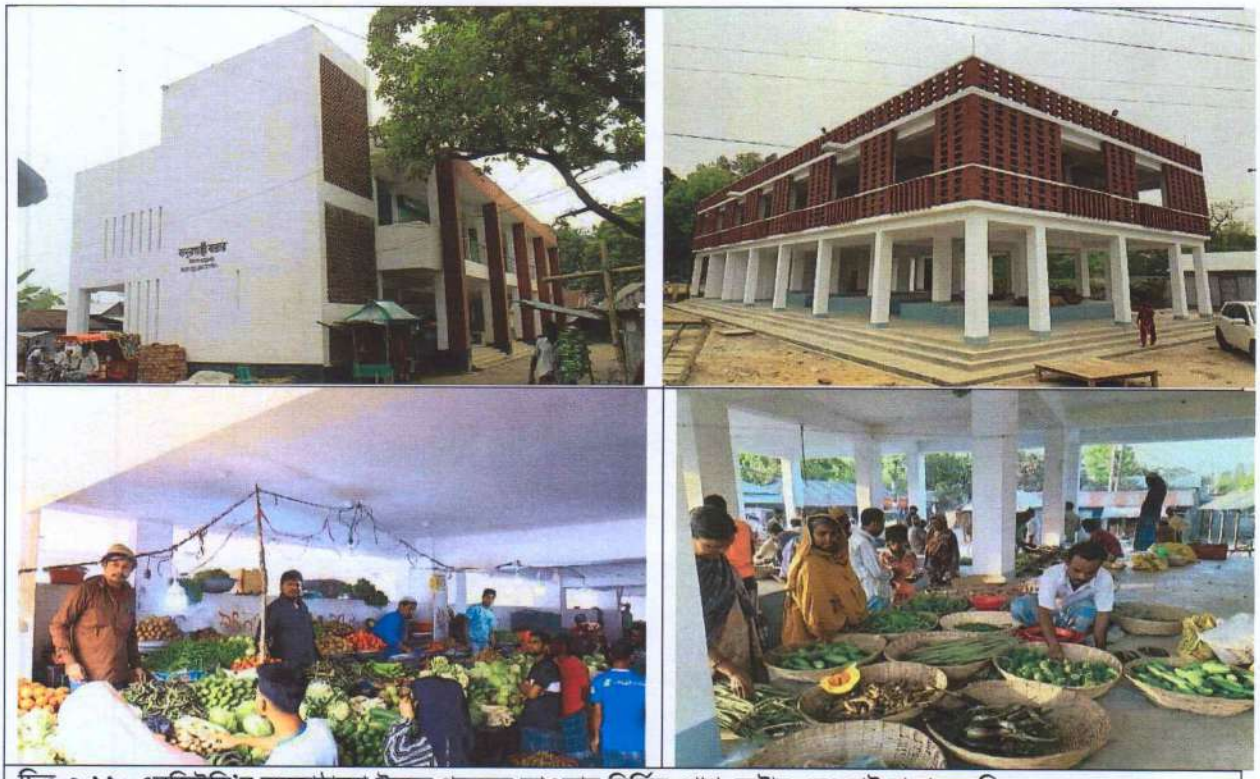
চিত্র ৩.১৯: "হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো এবং জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার হাওর এলাকায় এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে নির্মিত সাবমার্জিবল সড়ক।



চিত্র ৩.২০: এলজিইডি'র ব্রিজ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গার্ডার ব্রিজ।



চিত্র ৩.২১: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বোট ল্যান্ডিং ঘাট ও টিনশেড বাজার উন্নয়নের চিত্র।



চিত্র ৩.২২: এলজিইডি'র অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রোথ সেন্টার এবং হাট বাজারের চিত্র।



চিত্র ৩.২৩: জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম গেস্ট হাউজ নির্মান এবং বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহগতি ইউনিয়নে নির্মিত এইচবিবি রাস্তা।



চিত্র ৩.২৪: উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর জেলাধীন শিবচর উপজেলার সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম।



চিত্র ৩.২৫: সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মহাপ্রভুর আখড়া মন্দিরের উন্নয়ন কাজ,: বেলকুচি উপজেলার সমশেরপুর কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ এবং টাঙ্গাইল সদর উপজেলার পৌরসভায় পূর্ব বালুচড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজ।



চিত্র ৩.২৬: এলজিইডি'র "গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠমো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতি লঞ্চঘাটে নির্মিত মধুমতি নদীতে ১১৪৬.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল বোট ল্যান্ডিং র‍্যাম্প।

চতুর্থ অধ্যায়
SWOT Analysis

৪.০ এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের SWOT বিশ্লেষণ: প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সবলদিক (Strengths), দুর্বলদিক (Weaknesses), সুযোগ (Oppurtunities) এবং ঝুকি (Threats) নিম্নে আলোচিত হলো:

৪.১ Strengths/সবলদিকসমূহ

(১) এলজিইডি একটি বড় বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বিভিন্ন সেক্টরে এর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করেছে;

(২) প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় এলজিইডি'র স্থানীয় দপ্তর বিদ্যমান, এ সকল দপ্তর থেকে দক্ষ প্রকৌশলীগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রকল্প তদারকি করতে পারেন;

(৩) এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ফান্ডের নিশ্চিত প্রাপ্যতা। অধিকাংশ প্রকল্পই সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাছাড়া কিছু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগির সহায়তা থাকা;

(৪) গ্রোথ সেন্টার, মাল্টিস্টোরেড ভবন, ব্রিজসহ অন্যান্য অবকাঠামো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র রয়েছে নিজস্ব শক্তিশালী ডিজাইন ইউনিট;

(৫) প্রকল্পের আওতায় প্রকিউরমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রকল্প দপ্তরসমূহে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়ার মত এলজিইডি'র প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থাকা;

(৬) এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, উপজেলা সড়কসহ অন্যান্য অবকাঠামো সরাসরি স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণে নির্মিত হওয়ায় কাজ সম্পাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ পাওয়া;

(৭) সড়ক এবং অবকাঠামো নির্মাণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিগ্রহণ ব্যতীত ভূমি ব্যবহার করার সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত স্থানীয় জনসাধারণের সার্বিক সমর্থন পাওয়া;

(৮) সড়ক এবং অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে রড, সিমেন্ট, বালি প্রভৃতি নির্মাণ সামগ্রীর মান নির্ধারণের জন্য এলজিইডি'র উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের দপ্তরে পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি সুবিধা থাকা;

(৯) এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য উন্নয়ন কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন দক্ষ প্রকৌশলী/পরামর্শক থাকা;

(১০) এলজিইডি'র একই সাথে মাল্টিসেক্টরাল কাজ সম্বলিত প্রকল্প সম্পাদন করার মত সক্ষমতা থাকা;

৪.২ Weaknesses/ দুর্বলদিকসমূহ

(১) বিভিন্ন ইস্যুতে এলজিইডি'র অধিকাংশ প্রকল্পই নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে না পারা;

(২) প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি প্রাপ্তি, জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত কারণে, অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া;

(৩) প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ প্রদান করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়া;

(৪) নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে রেইট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় বার বার প্রকল্প সংশোধন করা;

(৫) ত্রুটিপূর্ণ ফিজিবিলিটি স্টাডি/ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি;

(৬) MTBF সিলিং এর অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে না পারা;

(৭) নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক উপযুক্ত জনবল না থাকা;

(৮) বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন না করায় অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম প্রাক্কলন করায় তা সংশোধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সময় ক্ষেপণ;

(৯) বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় চাহিদাসহ নানাবিধ কারণে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন, প্রাক্কলন এবং স্থান পরিবর্তন করায় তা সংশোধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সময় ক্ষেপণ;

(১০) সড়ক এবং অবকাঠামো নির্মাণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিগ্রহণ ব্যতীত ভূমি ব্যবহার করার সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত স্থানীয় জনসাধারণের সার্বিক সমর্থন পাওয়া;

(১১) বিভিন্ন পেশার গ্রুপের চাপ এবং উপকারভোগীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন অঙ্গ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ দুটিরই পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়

৪.৩ Oppurtunities/ সুযোগসমূহ

(১) প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতে এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে শহরের সুবিধাদি সহজে পৌছে যাচ্ছে;

(২) এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায় কৃষি ও অন্যান্য পণ্য সহজে বিপনন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে;

(৩) প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে গ্রোথ সেন্টার এবং হাটবাজার উন্নয়নের ফলে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে;

(৪) এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন হওয়ার প্রভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়াতে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে;

(৫) কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি পাওয়ায় সহজে শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা, বিদ্যালয়ে যেতে পারছে এতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে;

(৬) নারী শিক্ষার হার বেড়ে যাওয়ায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মেয়েরা অংশগ্রহণ করায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে;

(৭) সাইক্লোন কাম বিদ্যালয় নির্মাণের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাচ্ছে পাশাপশি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে;

(৮) প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং কানেক্টভিটির উন্নয়ন হওয়াতে সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে;

৪.৪ Threats/ঝুকিসমূহ

(১) নির্মাণ সামগ্রির অনাকাঙ্খিত মূল্যবৃদ্ধির কারণে ঠিকাদারগণের চুক্তি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে অনীহা, অনেক ক্ষেত্রে কাজ সারেন্ডার করা;

(২) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় এপ্রোচ সড়ক করতে না দেয়ায় ব্রিজের ডিজাইন যথাযথ অনুসরণ করা যাচ্ছে না, ডিজাইন পরিবর্তনে অতিরিক্ত সময় লাগছে;

(৩) বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের চাপ এবং স্থানীয় চাপের প্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিতভাবে ডিজাইন বা স্থান পরিবর্তন;

(৪) বড় ঠিকাদার চুক্তির পর কর্তৃপক্ষকে অনবহিত রেখে সাব-কন্ট্রাক্ট এ ছোট বা অনভিজ্ঞ ঠিকাদার দ্বারা বাস্তবায়নের ফলে কাজে দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না;

(৫) অনেক ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ঠিকাদারের লাইসেন্স ভাড়া করে অদক্ষ ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ঝুঁকির মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে;

(৬) কোভিড-১৯ এর ফলে মহামারিজনিত কারণে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হওয়া;

(৭) আকস্মিক বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাকাঙ্খিত বিলম্ব হওয়া;

(৮) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টানাপোড়ণের ফলে নির্মাণ সামগ্রীসহ অন্যান্য উপকরণের দুষ্পাপ্যতা;

(৯) দেশের পার্বত্য অঞ্চলে কিছু কিছু এলাকায় অস্থিতিশীল পরিবেশ থাকার প্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুকি তৈরি হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.০। এ গবেষণা প্রতিবেদনের বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ:

৫.১ বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়িত অধিকাংশ প্রকল্পের সময় ও ব্যয় অতিক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হারে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে;

৫.২ জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জমি প্রাপ্তি, অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রিতা, কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবের ফলে অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়। অতিরিক্ত সময় লাগাতে, এর মধ্যে রেট শিডিউল পরিবর্তন, নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধির ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যেয়ে জমির মূল্য/মৌজাভিত্তিক রেট পরিবর্তনের ফলেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় আর এর ফলশ্রুতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি করে;

৫.৩ প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ থাকায় ডিপিপি/আরডিপিপি'র পরিকল্পনা মোতাবেক কর্ম সম্পাদন বাধাগ্রস্থ হয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সময় লাগছে, অতিরিক্ত সময়ের জন্য লোকবল, যানবাহন, জ্বালানিসহ অনেক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প ব্যয়ে প্রভাব পড়ছে, আবার অতিরিক্ত মেয়াদে নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প ব্যয় আরো বৃদ্ধি পেতে পারে;

৫.৪ নির্মাণ সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে রেইট সিডিউল পরিবর্তন হওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দাম কমার আশায় কাজ বিলম্ব করে। আবার বাজার মূল্য বেশী বেড়ে গেলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমান যদি টেন্ডার সিকিউরিটির চেয়ে বেশী হয় তাহলে মাঝপথে কাজ বন্ধ হওয়ার ঝুকি তৈরি হয়, এরূপ হলে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করে নতুন রেটে কাজ সম্পন্ন করতে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ উভয়ই বৃদ্ধি পায়;

৫.৫ নানাবিধ কারণে স্থানীয় সরকার বিভাগ/এলজিইডি MTBF এর প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করায় এডিপি/আরএডিপিতে প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে, এতে বছরের কর্ম পরিকল্পনার বিপরীতে কর্ম সম্পাদন ব্যহত হচ্ছে, এর ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব ঘটছে;

৫.৬ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন এ সংক্রান্ত পরিপত্রের অনুশাসন অনুসরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয় না, বর্তমানে তা বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে;

৫.৭ অনেক প্রকল্পে বাস্তবতার পরিবর্তন, স্থানীয় দাবী বা অন্য কোন কারণে স্কোপ ও পরিমান পরিবর্তন করার কারণে পরবর্তীতে তা সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সময় ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

৫.৮ প্রাকৃতিক পরিবর্তন, বিভিন্ন পেশার গ্রুপের চাপ এবং বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় চাহিদার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের নির্ধারিত ডিজাইন/স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, পরবর্তীতে নতুন ডিজাইন করে তা সংশোধন ও অনুমোদন করায় সময় ও ব্যয়ের পরিবর্তন করতে হচ্ছে;

৫.৯ বিভিন্ন প্রকল্পে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় অথবা কোন কোন প্রকল্পে আদৌ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ডিপিপি/আরডিপিপি'র অঙ্গের সাথে বাস্তবতা ভিন্ন থাকায় প্রকল্পের কর্মসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে তা সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে;

৫.১০ প্রকল্প প্রণয়নে যথাযথভাবে প্রাক্কলন করা না হলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে তা বাজার মূল্যের সাথে মিলিয়ে সংশোধন করতে গিয়ে ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধিতে প্রভাব পড়ছে;

৫.১১ প্রকল্পের আওতায় ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অসম্পুর্ণ ডিজাইনের কারণে অনেক ক্ষেত্রে জায়গা না থাকায় ব্রিজের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণে এবং কখনও কখনও স্লোপ মেনটেইন করতে জটিলতা দেখা দিচ্ছে;

৫.১২ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি হ্রাস পায়, ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে;

৫.১৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপি/আরডিপিপি'র কাঠামো অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে দক্ষ জনবল পদায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকী করা সম্ভব হয় না বিধায় অহেতুক অতিরিক্ত সময় লাগে;

৫.১৪ বৃহত্তর এলাকায় একাধিক প্রকল্প চলাকালে একই এলাকায় বা তার অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈততার সম্ভাবনা তৈরি করে।

৫.১৫ অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদন হচ্ছে ডিপিপি'র উল্লিখিত শুরুর তারিখের অনেক পড়ে, এরপর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয় আরো বিলম্বে, এসকল ক্ষেত্রে প্রকল্পটি শুরুতেই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একটা লম্বা সময় পেছনে পড়ে যায়, পরবর্তীতে তা কাটিয়ে উঠা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়;

৫.১৬ বড় ঠিকাদার চুক্তির পর কর্তৃপক্ষকে অনবহিত রেখে সাব-কন্ট্রাক্ট এ ছোট বা অনভিজ্ঞ ঠিকাদার, যাদের কাজের অভিজ্ঞতা ও লজিস্টিক সাপোর্টের অপ্রতুলতা রয়েছে, তাদের দ্বারা বাস্তবায়নের ফলে কাজ দীর্ঘসূত্রিতার পাশাপাশি গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না;

৫.১৭ নদীর ক্যাটাগরি পরিবর্তনের ফলে ব্রিজের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সংযোগ সড়ক ব্যক্তি মালিকানা থাকায় অথবা সড়ক সংলগ্ন উভয় পাশের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে এপ্রোচের ঢাল ঠিক রাখতে রাস্তা প্রশস্তকরণে জটিলতা তৈরি হয়;

৫.১৮ অনেক ক্ষেত্রে টেন্ডার আহ্বানের সময় যৌক্তিক কারণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মূল প্যাকেজ spilit-up (বিভক্ত) করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসেবে বাস্তবায়ন করায় নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না;

৫.১৯ যথাসময়ে অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;

৫.২০ এলজিইডি'র গ্রামীন/নগর অঞ্চল এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক/ব্রিজ নির্মাণসহ বিভিন্ন কম্পোনেন্টের কার্যক্রমের সামগ্রিকভাবে তথ্য থাকলেও অর্থবছর ভিত্তিক বিভিন্ন অর্জনের তথ্য উপজেলা/জেলা/বিভাগওয়ারী সংরক্ষণ করা হয় না। অথচ সারাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকে ভৌগোলিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে রয়েছে কিনা তা বিবেচনার জন্য কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকে উপজেলা/জেলা/বিভাগওয়ারী তথ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৬। সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশ:

৬.১.১ প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিহার করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিকল্পনা বিভাগের সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা মোতাবেক নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে প্রকল্প অনুমোদনের পর পরই দরপত্র আহবান করা যায়, প্রয়োজনে এ খাতে সংস্থার অনুকূলে আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে;

৬.১.২ জমি প্রাপ্তি/জমি অধিগ্রহণে জটিলতা/বিলম্বের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিগ্রহণের জন্য জমি প্রাপ্তির বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের জন্য আলাদা প্রকল্প করে তা সম্পন্ন হওয়ার পর মূল প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;

৬.১.৩ প্রকল্পের বছরভিত্তিক অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপিতে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ পরিহার করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করার সময় MTBF এর সিলিং বিবেচনা করে সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৬.১.৪ মূল্য বৃদ্ধি এবং রেইট সিডিউলের পরিবর্তন পরিহার করার জন্য নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

৬.১.৫ পরিপত্রের অনুশাসন অনুসরণ করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমা নিশ্চিত করতে হবে;

৬.১.৬ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গ্রাম সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং উপজেলা সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে কোথাও সড়ক ভেঙ্গে গেলে দ্রুত এর মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬.১.৭ অনুমোদিত ডিজাইন ইউনিট শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি বাস্তবায়ন পর্যায়ে সড়ক ও ব্রিজের ডিজাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

৬.১.৮ প্যাকেজ ক্রয়ের পর তা সাব-কন্ট্রাক ও বড় বড় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ভাড়ার বিষয়টি কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ না করলে বিধি-মোতাবেক কালো তালিকভুক্তকরণসহ তাদের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করতে হবে;

৬.১.৯ যথাযথভাবে প্রাক্কলন না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশোধন ও অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৬.১.১০ যথাযথভাবে ডিজাইন না করার কারণে অনেক ব্রিজের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ জটিল হওয়া বা প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ায় ব্রিজ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্রিজ নির্মাণের পূর্বেই এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা সম্ভব কিনা তা যাচাই করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে;

৬.১.১১ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্থ হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের সৃষ্টি হয়। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসরণ করতে হবে;

৬.১.১২ প্রকল্প সংশোধনের সময় নতুন নতুন অংগ অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রকল্প সংশোধনীর সময় নতুন অংগ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে;

৬.১.১৩ বৃহদাকারে প্রকল্প চলাকালীন একই এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে প্রকল্প গ্রহণ না করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

৬.১.১৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন জটিলতা শেয়ার করা এবং সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা পাওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এবং সিটয়ারিং কমিটি (PSC) এর সভার আয়োজন করতে হবে;

৬.১.১৫ এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয় মূলত জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে। প্রান্তিক পর্যায়ে প্রকল্প মনিটরিং জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৬.১.১৬ যৌক্তিক কারণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মূল প্যাকেজ split-up (বিভক্ত) করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসেবে বাস্তবায়ন করায় অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজে বিভক্তি পরিহার করে মূল প্যাকেজ ঠিক রেখে প্রকিউরমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে;

৬.১.১৭ যথাসময়ে অডিট প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে যথাসময়ে অডিট সম্পন্ন করতে হবে; এবং

৬.১.১৮ সারাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ভৌগোলিক বিবেচনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণের নিমিত্ত এলজিইডি'র গ্রামীণ/নগর অঞ্চল এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সড়ক/ব্রিজ নির্মাণসহ বিভিন্ন অর্জনের তথ্য অর্থবছর ভিত্তিক উপজেলা/জেলা/বিভাগওয়ারী তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.২ উপসংহার: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ফলে গ্রামীণ জনপদের রাস্তাঘাট, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, হাট বাজার উন্নয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ, সাইক্লোন সেন্টার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার হওয়ায় কানেক্টিভিটি বেড়েছে এতে সহজে কৃষিপণ্য বিপনন/বাজারজাতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যসসায়-বাণিজ্যের প্রসারসহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আর এর পাশাপাশি শিক্ষা ও নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বেকারত্ব হ্রাস ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি সামাজিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের সময় সঠিকভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, যথাসম্ভব নির্ভুল ডিজাইন ও প্রাক্কলণ প্রস্তুত করা, জমির প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া, MTBF সিলিং অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণসহ নিয়মিত মনিটরিং, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নির্ধারিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারলে পাবলিক মানি'র সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আর এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সহজেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।